প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৭ ১০ - ১৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জপমালা প্রার্থনার প্রতি ভক্তি পরিবারের শক্তি

কুমারী মারীয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

মাতৃ-বন্দনা

দুর্গোৎসব ও মা দুর্গার আশীর্বাদ

বিদায়ের প্রথম বর্ষ

আব্রাহাম গিলবার্ট ফ্রান্সিস
১ মে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ
১০ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

"আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে।
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত
সে চলে গেল, বলে গেল না
সে কোথায় গেল ফিরে এলো না..."
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এরিক ফ্রান্সিস
৪ মার্চ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

কিছু না বলেই চলে গেলে তোমরা। কোথায় গেলে ফিরে এলে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পেরিয়ে বছর পূর্ণ হয়ে গেল। এমনি করে চলে যাবে যুগ-যুগান্তর তোমরা কিন্তু ফিরবেনা কোন দিন। কিন্তু যে ফুল ফুটিয়ে গেছ, তোমাদের কর্তব্যনিষ্ঠা, দূরদর্শিতা, ভাল কাজগুলির মধ্যদিয়ে এ সবই আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। তোমাদের রেখে যাওয়া সব কিছু আছে আগের মতই। ওসবের মাঝে তোমাদের উপস্থিতি অনেক বেশী উপলব্ধি করি। আশীর্বাদ করো তোমাদের আদর্শ অনুসরণ করে তোমাদের সন্তানেরা, নাতী-নাতনীরা যেন তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।
পরম পিতার কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন তোমাদের অনন্ত শান্তিতে বিশ্রামদান করেন।

তোমাদেরই
শোকার্ত
ফ্রান্সিস পরিবার

অনন্ত রাজ্যে গমনের দ্বিতীয় বছর

তুমি আজ ঈশ্বরের রাজ্যে পরমানন্দে রয়েছ। দু'টি বছর পেরিয়ে গেল আর আমরা জাগতিক পৃথিবীতে রয়েছি তুমি বিনা বিষাদময়তায়। ঈশ্বরের কী অপার ইচ্ছে, তাঁর বাগানের প্রয়োজনে তোমাকে কতটা ভালোবেসে তুলে নিয়ে গেলেন বয়োজ্যেষ্ঠতার পূর্বেই। তুমি ছিলে ধার্মিকতায় ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আমার সহধর্মীনি, সন্তানের মা, পাড়া প্রতিবেশী'র স্বজন। তোমার সকল পরিজন তোমার বিয়োগব্যথায় এখনও প্রতিনিয়ত কাতর চিত্তে অশ্রুসজলে ভাসিয়ে দেয় দুই নয়ন। তোমার অকাল বিয়োগব্যথায় আমরা বুকভরা বেদনা নিয়ে দিনাতিপাত করে চলেছি। তুমি চলে গেলেও তোমার গড়া সংসারের প্রতিটি স্তরে স্মৃতির পরশগুলো এখনও যে বিদ্যমান। তোমার মায়াবী হাসির মুখচ্ছবি এখনও খুঁজে পাই সন্তানের মুখাবয়বে।
আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি রয়েছ এবং থাকবে অনন্তকাল। আজ তোমার দ্বিতীয় চিরবিদায় বার্ষিকীতে তোমার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। তুমি স্বর্গরাজ্য থেকে আমাদের প্রতি প্রভুর বিশেষ আশীর্বাদ প্রদান করো যেন এই শোক সইবার শক্তি পাই এবং সন্তান, পরিজন ও তোমার স্মৃতি নিয়ে দিনগুলো অতিক্রম করে একদিন আমরাও স্বর্গবাসী হতে পারি।

প্রয়াত স্বপ্না ম্যাগডেলিন পেরেরা
জন্ম : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
যাকোব মাষ্টার বাড়ী, পুরান তুইতাল
তাসুল্লা, বাংলাবাজার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

শোকার্তচিত্তে তোমারই আপনজন
স্বামী : জর্জ রঞ্জিত পেরেরা
মেয়ে : প্রথমা পেরেরা
বড় ছেলে : প্রয়াস পেরেরা
ছোট ছেলে : প্রতাপ পেরেরা
ভাই : ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ
ও শোকাহত আত্মীয়-স্বজন

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৩৭
১০ - ১৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৫ আশ্বিন - ১ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

মায়ের প্রতি ভক্তি-ভালোবাসা

মানব জীবনের মধুরতম একটি শব্দ মা। 'মা' এর মাহাত্ম্য বন্দনা করে রচিত হয়েছে শত-সহস্র কাব্য-উপন্যাস। পৃথিবীর আদিকাল থেকে একজন মা তার ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে সন্তানের জন্য যে অসামান্য, অমূল্য ও অপরিশোধ্য অবদান রেখে যাচ্ছেন, তা সর্বজনস্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে মানবসম্পদের উন্নয়ন, শিশুর লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে মায়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সন্তানের যেকোন অবস্থায় মা-ই প্রথম এগিয়ে আসেন। নিজ জীবন উৎসর্গ করেও মা সন্তানকে ভালো রাখতে চান। ফলে সন্তানের কাছেও মা রক্ষাকারিণী, ভালবাসার রাণী ও শক্তিশালিনী এক নারী। বিভিন্ন পবিত্র ধর্মসমূহেও মাকে বা নারীকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মের পবিত্র শাস্ত্র বাইবেলের বিভিন্ন গ্রন্থে বেশ কয়েকজন নারীর কথা বর্ণিত আছে। আদিপুস্তকের হবা থেকে শুরু করে, সামুয়েলের গ্রন্থে তাঁর মা ঈশ্বরনির্ভরশীলা হান্না, রুথ, এস্থার সহ মঙ্গলসমাচারগুলোতে জাখারিয়ার স্ত্রী এলিজাবেথ ও যিশুর মা মারীয়ার কথা উল্লেখ আছে। এ সকল নারীরা সকলেই আপন আপন দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন। শয়তানের বা মন্দতার ছলনা প্রথম নারী হবাকে পরাজিত করতে পারলেও নবীনা হবা মারীয়া সকল মন্দতা ও শয়তানকে জয় করেছিলেন। একইধারাতে হিন্দু ধর্মে দেখি নারীরূপী দুর্গা দেবী পরাক্রমশালী অসুরকে পরাজিত করে পৃথিবীতে শান্তি আনলেন। এমনিভাবে বিভিন্নধর্মে নারী শক্তি বা মায়ের শক্তির কথা বলা হয়েছে। মায়ের বা নারীর মধ্যে রয়েছে জীবনদানের শক্তি; জীবনকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে ধৈর্য- শৌর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষার শক্তি।

অশুভ থেকে শুভত্ব বানার, মন্দতা থেকে ভালো এবং অন্ধকার থেকে আলোর সন্তান হবার আহ্বান জানিয়েই বাঙালির দ্বারে নাড়ে শারদীয় দুর্গোৎসব। শরতের আগমনে ধরণী অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। ঢাকের কাঠির শব্দে শিহরিত ভক্তকূল ব্রতী হয় মা দশভুজা ত্রিনয়নীর আরাধনায়। এই মাতৃ আরাধনার উদ্দেশ্য আমাদের মনের ভেতরের অসৎ বৃত্তিগুলিকে দমন করে সৎ ও শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে তোলা। দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ভক্তকূল কী সত্যিকার অর্থে যথার্থ মায়ের সন্তান রূপে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারছে? জলের গতির ন্যায় আমাদের মনের গতি নিচের দিকে যাচ্ছে। দিন দিন আমরা অবক্ষয়ের তরণীতে আরোহণ করে আত্মতৃপ্তির প্রয়াস পাচ্ছি কী। প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজেকেই খুঁজে বের করতে হবে। দুর্গাপূজা বা শারদ উৎসব আজ বাঙালি সংস্কৃতির এক বর্ণময় যথার্থতায় পরিপূর্ণ। শারদ উৎসবের মূলসূর হোক উৎসবের আনন্দে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে দৈনন্দিন অভাব-অনটন পাশে সরিয়ে সুখে মাতোয়ারা হওয়া। আজ এই উৎসব এমনই জৌলুসময়, এমনই বহুমাত্রিক, এমনই সর্বজনীন, এমনই সুখ প্রসবকারী; এখানে সবাই আসে মিলনের টানে মিলবে বলে। নিজেকে ঘরের মধ্যে রাখা যায় না। ধর্মের দোহাই দিয়ে সরিয়ে রাখতে পারা যায় না। উৎসবের আসল চরিত্রই হলো অন্যকে কাছে টানা। কোন অশুভ চিন্তা বা কর্ম যেন বাঙালির মিলনের এই বোধকে গ্রাস না করে।

দুর্গা দেবীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখানোর সাথে সাথে নারীশক্তিকেও শ্রদ্ধা জানানো হোক। বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় পরিবার ও সমাজের অনেক অসুরকে সুরে আনতে পারে শুধুমাত্র নারীরাই। ঘরে ঘরে যদি নারী বা মায়েরা জাগ্রত হয় তাহলে কোন অসুরই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠতে পারবে না। মায়েরা নিজের ঘরে যেমনিভাবে অসুরকে থাকতে দেবে না তেমনি সমাজও তাদের প্রশ্রয় দিবে না। প্রতিটি ঘরেই দেবীরূপী মায়েরা সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অসুর বা অশুভবোধকে সূচনা থেকেই রোধ করুক। যাতে করে এই সকল অসুরদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে না পারে।

কাথলিক বিশ্বাসী ভাইবোনেরা জন্মদাত্রী মায়ের সাথে সাথে যিশুর মা মারীয়াকেও স্বর্গীয় মা হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করে। বিশেষভাবে মে ও অক্টোবর মাসে তাঁর স্মরণে ও তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করা হয়। কোন কোন পরিবার প্রতিদিন রোজারিমালা প্রার্থনা করে মা মারীয়ার প্রতি তাদের ভক্তি-ভালোবাসা প্রকাশ করেন। স্বর্গীয়া মায়ের সাথে সাথে আমরা সকলে যেন জগতের মায়েদের প্রতিও ভক্তি-ভালোবাসা বৃদ্ধি করি ও কাজে তা প্রকাশ করি। ✝

যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!
- (মার্ক ১০:২৩)

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন s s s

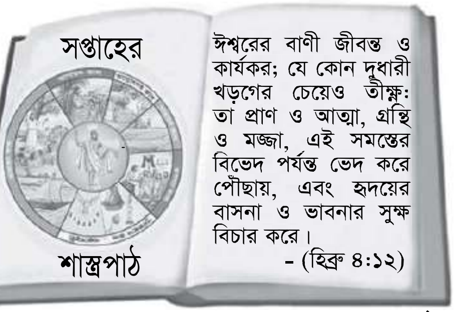

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১০ - ১৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১০ অক্টোবর, রবিবার

প্রজ্ঞা ৭: ৭-১১, সাম ৯০: ১২-১৭, হিব্রু ৪: ১২-১৩, মার্ক ১০: ১৭-৩০

১১ অক্টোবর, সোমবার

রোমীয় ১: ১-৭, সাম ৯৮: ১-৪, লুক ১১: ২৯-৩২

১২ অক্টোবর, মঙ্গলবার

রোমীয় ১: ১৬-২৫, সাম ১৯: ১-৪খ, লুক ১১: ৩৭-৪১

১৩ অক্টোবর, বুধবার

রোমীয় ২: ১-১১, সাম ৬২: ১-২, ৫-৬, ৮, লুক ১১: ৪২-৪৬

১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

রোমীয় ৩: ২০-৩০ক, সাম ১৩০: ১-৬, লুক ১১: ৪৭-৫৪

১৫ অক্টোবর, শুক্রবার

আভিলার সাধ্বী তেরেজা, চিরকুমারী ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
রোমীয় ৪: ১-৮, সাম ৩২: ১-২, ৫, ১১, লুক ১২: ১-৭
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
রোমীয় ৮: ২২-২৭, সাম ২৭: ১, ৪-৫, ৮খ-৯, ১১, লুক ৬: ৪৩-৪৫

১৬ অক্টোবর, শনিবার

মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
রোমীয় ৪: ১৩, ১৬-১৮, সাম ১০৫: ৬-৯, ৪২-৪৩, লুক ১২: ৮-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১০ অক্টোবর, রবিবার

+ ১৯১২ ফাদার এনরিকো আসিয়েত্তি পিমে (দিনাজপুর)

১১ অক্টোবর, সোমবার

+ ১৯৭৩ সিস্টার এম জর্জ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার মেরী সেলিন এমসি
+ ১৯৯৬ মাদার লুই এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১২ অক্টোবর, মঙ্গলবার

+ ১৯৯৮ ফাদার আলবিনো মিল্লাউচিচ্চ এসএক্স (খুলনা)

১৩ অক্টোবর, বুধবার

+ ২০১৪ সিস্টার ফ্রান্সিসকা রোজারিও এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি (ঢাকা)

১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭৪ মন্সিনিয়র ইসিদোর দ্যা কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৭৪ ফাদার ভালেরিয়ানো কব্বে এসএক্স (খুলনা)

১৫ অক্টোবর, শুক্রবার

+ ১৯৪৫ সিস্টার জেভিয়ার এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১৬ অক্টোবর, শনিবার

+ ১৯৬২ সিস্টার এম. ইউজিস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ মাদার আল্‌ফন্স লাটোর এলইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ ব্রাদার রনাল্ড এফ. ড্রাহজাল সিএসসি (ঢাকা)

একটি বিশেষ অনুরোধ

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে ঢাকা আসার পর প্রথম কয়েক বছর পুরনো ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে, সদরঘাট হোস্টেলে ও রোকনপুরে ছিলাম। সেইসব জায়গা থেকে নটর ডেম কলেজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে পড়তাম। তো সেই সময়ের কোনো একদিন সুযোগ হয় আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় লেখক নিধন ডি'রোজারিওকে কাছে থেকে দেখার। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী অফিসে সেই সাক্ষাতের আয়োজনকারী ছিলেন শ্রদ্ধেয় মার্ক ডি'কস্তা। তিনি তখন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে কর্মরত ছিলেন। এর কিছুদিন আগে উইলিয়াম অতুল আমাকে মার্ক ডি কস্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো, উইলিয়াম অতুলও তখন সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে কাজ করতো। এইসব সাক্ষাৎ হয়েছিল সম্ভবত ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে। মৃদুভাষী নিধনদা'র সাথে আলাপ পরিচয় পর্বের পরে আর তেমন গড়ায় নি। ঐদিনই প্রতিবেশীর জন্যে তাঁর কী একটা লেখা শেষ করার তাড়া ছিল। তবুও আমি খুব খুশী ছিলাম। প্রিয় লেখককে কাছে থেকে দেখার আনন্দে। এরপর তো কত দেখা যে হয়েছে কথা হয়েছে, বাসায় গিয়েছি বহুবার। নানা কারণে। তবে লেখা সংক্রান্ত কারণেই বেশী। ঠিক মনে নেই কবে থেকে তাঁকে নিধন দা' ডাকতে শুরু করেছিলাম।

আমি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রতিবেশী পড়া শুরু করি। তখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। প্রতিবেশী পড়তে পড়তে সেই ছোটবেলা হতেই জানি নিধন দা' অনেক বড় মাপের লেখক। তিনি লিখেছেন অনেক বছর ধরে। বিশেষ যত্ন নিয়ে। দায়িত্ববান লেখক হিসেবে। বিশুদ্ধ সমাজ সংস্কারের মতোন। তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে: উপন্যাস- অদম্য আদিম ও ইছামতির জোয়ারভাটা; নাটক- শেষ প্রান্তর, সাম্প্রতিকের মহড়া, মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু ও একুশের আত্মারা কাঁদে। অদম্য আদিম, শেষ প্রান্তর ও সাম্প্রতিকের মহড়া বই হিসেবে মুদ্রিত। ইছামতির জোয়ারভাটা ছিল সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে প্রকাশিত এক সমাজ আলোড়নকারী উপন্যাস। নিধন দা' ছিলেন কলাম লেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর বিখ্যাত কলামের নাম- গাঁজার কল্কে। তিনি একাধিক ছদ্মনামে লিখতেন। তন্মধ্যে আমার জানা তাঁর কয়েকটি ছদ্মনাম- গাঁজাখোর, বকলম, এন্ডিয়ার ও সংকল্প। উপন্যাস, নাটক ও কলাম ছাড়াও তিনি প্রচুর গল্প, কবিতা ও গান লিখেছেন। তাঁর বহু লেখা বিভিন্ন স্মরণিকায়, জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় নিধন ডি'রোজারিও প্রতিবেশীর উপসম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক গোষ্ঠীর প্রথম সভাপতি এবং তাঁর সাথে প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন উইলিয়াম অতুল। ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের তখনকার সময়ে সমাজ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সুনাম কুড়ানো সুহৃদ সংঘ তাঁকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সুহৃদ পদক দেয়। ঢাকার ছাত্র কল্যাণ সংঘ তাঁকে সমাজের স্বনামধন্য গুণী হিসেবে গুণী সম্বর্ধনা দেয় খুব সম্ভবত ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি গাঙ্গুলী সাহিত্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তিনি আমাদের তাঁর অনন্য প্রতিভার ও ক্ষুরধার মেধার বলে অনেক কিছু দিয়েছেন। আমরা বড় পরিসরে ও সার্বিকভাবে তাঁকে কিছুই দেইনি! দিতে পারতাম। দেয়া তো উচিত। এখনো তো দেয়া যায়। কিন্তু আমাদের নিজ সমাজের ঐতিহ্যে বরেণ্য মানুষদের স্বীকৃতি দেবার উল্লেখযোগ্য চর্চা বা রেওয়াজ যে তেমন নেই। তবে সাম্প্রতিককালে দেখেছি বাংলাদেশ লেখক ফোরাম এই বিষয়ে কিছু একটা করার প্রয়াস নিয়েছে। তাদেরকে সেজন্যে ধন্যবাদ।

শ্রদ্ধেয় নিধন ডি'রোজারিও'র পরিবারের একজনের নিকট হতে অবগত হলাম ছাপাবার কথা বলে তাঁর সমস্ত লেখা পারিবারিক সংগ্রহ থেকে আমার পরিচিত একজন চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে তা তিনি সেসব ছাপেননি। তিনি এখন বলছেন, সব লেখা হারিয়ে ফেলেছেন। শুনে শুধু অবাক হইনি। কষ্ট পেয়েছি। আশার কথা, পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে নিধন দা'র সেইসব লেখা নিয়ে বই বের করার, যেসব কী না বই আকারে বের করা হয়নি। আমাদের কারো সংগ্রহে থাকা নিধন দা'র লেখা জমা দিয়ে পরিবারের এই সুন্দর উদ্যোগে সামিল হবার জন্যে সবিনয় অনুরোধ জানাই। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীও এই বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে কারণ লেখক নিধন ডি'রোজারিও'র বেশীরভাগ লেখাই আমরা পড়তে পেরেছি প্রতিবেশীর মাধ্যমে।

ড. আলো ডি'রোজারিও
মনিপুরীপাড়া, ঢাকা।

জপমালা প্রার্থনার প্রতি ভক্তি পরিবারের শক্তি

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

যিশু বলেন, "প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়" *(মথি ২৬:৪১)*। যিশু আরো বলেছেন, "তোমরা জগতের সর্বত্র যাও, আমার মঙ্গলসমাচার প্রচার কর" *(মার্ক ১৬:১৫)*। প্রার্থনা করা হলো সবচেয়ে সুন্দর মঙ্গলসমাচার প্রচার করা, যা পৃথিবীর যেকোন দেশের মঠবাসী বা মনাস্টারী সিস্টারগণ দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা পালানুক্রমে করে চলেছেন। প্রবীণ বয়সে সকল ধর্মের সব মানুষের জন্যে এই সুন্দর কাজটি অবধারিত রয়েছে। যিনি যত সুন্দর সদিচ্ছা নিয়ে এতে প্রবেশ করেন, তার জন্যে জাগতিক বিদায় ও পরজন্মে প্রবেশ তত সুন্দর ও শান্তিময় হয়ে ওঠে। তাই বলা যেতে পারে, প্রার্থনা ছাড়া জীবনে শান্তি নেই, প্রার্থনা ছাড়া স্বর্গ নেই।

ধন্যা কুমারী মারীয়া ছিলেন প্রার্থনাশীল নারী। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী ও আধ্যাত্মিকতায় আলোকিত এক নারী যিনি তাঁর জীবন-আদর্শ দিয়ে অগণিত মানুষকে আলোকিত করে চলেছেন। কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা যোয়াকিম ও আন্না খুবই ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পিতামাতার আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে ও অনুপ্রেরণায় শৈশব থেকেই গড়ে উঠেছিলেন একজন গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী, প্রার্থনাশীল, ধ্যানময়ী মানুষ হিসেবে, যিনি পরবর্তীতে হয়ে ওঠেন সকল মানুষের জন্যে "বিশ্বাসীদের মাতা"। তাই অনেক ছবিতে ও মূর্তিতে কুমারী মারীয়াকে প্রার্থনাশীল অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়।

সাধু পল বলেন, "তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর" *(কলসীয় ৪:২)*। অবিরত প্রার্থনা করার মধ্যদিয়েই একজন মানুষ সর্বদা ঈশ্বরের পুণ্য উপস্থিতিতে বাস করে, নিজেকে পাপমুক্ত করার শক্তি লাভ করে এবং নিজেকে পবিত্র করে তোলে।

মহান সন্ন্যাসী সাধু বেনেডিক্ট বলেন, "প্রার্থনা কর ও কাজ কর" ("Ora et labora")। এটি ছিল তার সন্ন্যাসীদের জন্যে একটি সোনালী নিয়ম (Golden Rule)। এর মধ্যদিয়ে তিনি এই সত্যটি স্পষ্ট করেছেন যে, শুধু কাজ কখনো মানুষকে সৃষ্টিকর্তার কাছে বা স্বর্গে নেয় না। কেননা, শুধু কাজ করতে করতে মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে কাজের ভূতে পরিণত হয়।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, "আমি পণ্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না, কিন্তু প্রার্থনার মানুষ হতে চাই।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্যতম অগ্রদূত গান্ধীজি অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছেন যে, সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে আমাদের সমস্ত কর্মযজ্ঞ বৃথা। তাই স্রষ্টাকে একান্তভাবে চাওয়া ও পাওয়া আমাদের জীবনের পরম পূর্ণতা। তিনি ধ্যানী ও প্রার্থনার মানুষ ছিলেন বলেই যিশুর মত জীবনের অনেক প্রলোভন জয় করে মহান হতে পেরেছিলেন।

সাধ্বী মাদার তেরেজা বলেন, "আপনি যদি বিশ্বাস করেন, তবে আপনি প্রার্থনা করবেন।" প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তিনি যিশুর প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস সাক্ষ্য দিয়েছেন, যা তিনি চরম দরিদ্রদের প্রতি ভালবাসা ও সেবাকাজের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। সেজন্যেই সারা বিশ্বে সাধ্বী মাদার তেরেজা ও তাঁর সিস্টারদের প্রার্থনা-জীবন ও মানব-সেবাকাজ নন্দিত, বন্দিত হয়ে আসছে।

প্রার্থনার শক্তিতে মন্দের পরাজয়

যিশু বলেন,"প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়।" প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি। অর্থ-বিত্ত দিয়ে কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দিয়েও কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। ক্ষমতা বা বাহুবল দিয়েও কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। প্রার্থনা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে প্রলোভন জয় করতে শক্তি দান করে।

'কিশোর-রত্ন' সাধু ডমিনিক সাভিও বলেছিলেন, "আমি মরবো, তবুও পাপ করবো না।" "পাপ করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।" প্রার্থনার শক্তিতেই ঐশ করুণায় বলীয়ান হয়েই তিনি এত সুন্দর প্রতিজ্ঞা করতে পেরেছিলেন।

পারিবারিক জীবন সুরক্ষায় জপমালা প্রার্থনা

বর্তমানে পরিবারগুলো অনেক বিপদ ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন: দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অবৈধ বিবাহ, বহু বিবাহ, অনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত ধ্যান-প্রার্থনার অভাব, পারিবারিক প্রার্থনা-জীবনে শিথিলতা, গির্জা-প্রার্থনায় অনুপস্থিতি ও অনীহা, বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়া, জাগতিক ভোগবিলাসিতা, টেলিভিশন-মোবাইল-ইন্টারনেট মিডিয়ায় অত্যধিক সময় কাটানো, পরকীয়া-প্রেম ইত্যাদি নানান সমস্যায় পরিবারগুলো জর্জরিত। এসব বিপদ হতে রক্ষা পেতে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা একটি বড় শক্তি হিসাবে কাজ করে।

জপমালা প্রার্থনার প্রতি ভক্তি পরিবারের শক্তি

'জপমালা-যাজক' ধন্য ফাদার প্যাট্রিক পেইটন বলেছেন, "যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে।" তিনি আরো বলেছেন, "প্রার্থনারত বিশ্ব হলো শান্তিময় বিশ্ব।" পরিবারকে রক্ষা করতে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে কাজ করে। সমবেত পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা প্রেম, শান্তি ও ক্ষমার রজ্জু দিয়ে পরিবারের সবাইকে মালার মত করে একতার বন্ধনে বেঁধে রাখে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে শান্তির জন্য জপমালা প্রার্থনার আশ্চর্য ফল আমরা পেয়ে থাকি। মা মারীয়া হলেন শান্তি-রাণী। অশান্ত জীবনে শান্তির জন্যে মা মারীয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করে অনেকে অনেক ফল পেয়েছেন। পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো সবচেয়ে সহজ প্রার্থনা, যা যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, কোন বই ছাড়াই করা যায়।

পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা হলো পরিবারের খাদ্য

যিশু বলেছেন, "মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচতে পারে না, বরং ঈশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাণীকে সম্বল করেই সে বেঁচে থাকতে পারে" *(মথি ৪:৪; লুক ৪:৪)*। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে, অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল কিন্তু অনেকে অসুখী, হতাশায়, নিরাশায়, নিরানন্দে ও একাকিত্বে দিন অতিবাহিত করছেন। প্রার্থনা জীবনকে শান্তি দেয়; প্রার্থনা জীবনকে পরম সুখের উৎস ও সুখ-দাতার সঙ্গে মিলিত করে আমাদেরকে এক পরম সুখের সন্ধান দেয়। তাই, প্রার্থনা পরিবারের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবার জন্য এক উত্তম সুস্বাদু খাদ্য, যা আমাদের হৃদয়-আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই খাদ্য পরিবারের সবার জন্যে একান্ত প্রয়োজন। তাই, পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাবা-মা, ছেলেমেয়ে সবাই একত্রে এই প্রার্থনা করা প্রয়োজন। যিশু আমাদেরকে বলতে চান: "আমাকে একজন প্রার্থনাশীল পিতামাতা দাও। আমি মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী উপহার দেবো।"

পরিবার হলো "গৃহ-মণ্ডলী"

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে, প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবার হলো একেকটি "গৃহ-মণ্ডলী"। এই "গৃহ-মণ্ডলী"ই হলো স্থানীয় মণ্ডলী ও বিশ্ব মণ্ডলীর ভিত্তি। প্রার্থনারত পরিবারই হলো প্রার্থনাশীল মণ্ডলীর চিহ্ন। আমরা অনেকেই পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে প্রতিদিন গির্জায় যেতে পারি না । কিন্তু আমরা প্রতিদিন নিজ বাড়িতে বসে মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করতে পারি, তাঁর বাণী শুনতে পারি, যখন আমরা পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করি। প্রার্থনার সময় আমরা পরিবারের সবাই মিলে যিশুর আরাধনা করতে পারি, তাঁর জয়গান গাইতে পারি। একটি প্রার্থনাশীল পরিবার হলো প্রার্থনাশীল মণ্ডলীর চিহ্ন। একটি প্রার্থনাশীল পরিবার মণ্ডলীতে যাজক ও ব্রতীয়

জীবনের ব্যক্তিদের উপহার দেয়, এমনকি, পৃথিবীতে সাধু-সাধ্বী উপহার দেয়।

পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো আহ্বানের বীজভাণ্ডার

পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো আহ্বানের বীজ ও আহ্বান বৃদ্ধিতে সহায়ক। প্রায় সকল যাজক ও ব্রতীয় জীবনধারী ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন যে, তারা তাদের আহ্বান পেয়েছেন পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা থেকে। এই প্রার্থনা আশ্চর্যভাবে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে আহ্বান বৃদ্ধিতে কাজ করে। জপমালা প্রার্থনা পুরোহিত ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের উৎসর্গীকৃত জীবন-আহ্বান রক্ষা করে। মা মারীয়া যেমন শিশু যিশুকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি ভাবে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তিভরে মায়ের মালা জপ করে, তাকে রক্ষা করতে মা মারীয়া এগিয়ে আসেন। যেসব স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন ভেঙ্গে গেছে, বা নানাবিধ সমস্যায় ভরপুর, এমন কি, যেসব পুরোহিত-ব্রতধারী/ধারিণী এই নিবেদিত জীবন ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের জীবনের খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, (পারিবারিক) জপমালা প্রার্থনা তাদের জীবনে দারুণভাবে অনুপস্থিত ছিল।

মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান

সাধু জন পল বলেছেন, "পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো পবিত্র মঙ্গলসমাচারসমূহের সার-সংক্ষেপ।" তাই, জপমালা প্রার্থনায় আমরা মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে আমরা ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ ও অন্তরে গভীর প্রশান্তি লাভ করি। সরলতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ প্রার্থনার ফলে একজন দুষ্ট মানুষ ভাল মানুষে পরিণত হয়। তাই এই কথা বলা যেতে পারে: "প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় স্বর্গের দূত আবার প্রার্থনা না করতে করতে একজন হয় নরকের ভূত।"

আবার এই কথাও বলা যেতে পারে: "প্রার্থনা করতে করতে একজন হয় স্বর্গের দূত আবার কাজ করতে করতে একজন হয় কাজের ভূত।" কাজের ভূত কখনোই স্বর্গে যায় না, শুধু কাজ আমাদেরকে কখনো পবিত্র করে না। বরং তা স্বর্গে যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পিতামাতাগণ সন্তানদের জীবনে বিশ্বাসের প্রদীপ

একজন পণ্ডিত বলেছেন, "যদি কোন পিতামাতার সন্তান নাস্তিক হয়ে যায়, তবে তার জন্যে দায়ী তার পিতামাতা।" পিতামাতার আহ্বান হলো সন্তানদের জীবনে উজ্জ্বল প্রদীপ হয়ে সন্তানদের আলোকিত করা। যিশু বলেন, "তোমরা জগতের আলো স্বরূপ---। প্রদীপ জ্বালিয়ে কেউ তা ধামাচাপা দিয়ে রাখে না, তা বাতিদানেই রাখে যাতে ঘরের সবাই আলো লাভ করে। তেমনি ভাবে তোমাদের আলো অন্যের সামনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলুক---" *(মথি ৫:১৪-১৬)*। প্রার্থনা হলো বিশ্বাসের প্রকাশ। আসুন, সবাই মিলে প্রতি পরিবারে বিশ্বাসের প্রদীপ প্রতিদিন জ্বালিয়ে রাখার শপথ নিয়ে স্লোগান উচ্চারণ করি:

"বিশ্বাসের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো।"

আসুন, আমরা প্রতিদিন যিশুর কাছে আসি। আসুন, প্রতিদিন পরিবারের সবাই মিলে ভক্তি-ভরে মায়ের পবিত্র জপমালা জপ করি এবং মা মারীয়ার সাথে প্রার্থনায় বসে যিশুর জীবন ও শিক্ষা ধ্যান করি; যিশুর পবিত্র নাম জপ করি এবং তাঁর অশেষ আশীর্বাদ লাভ করি। সাধু পাদ্রে পিও প্রায়শই জপমালা প্রার্থনা করতেন। একজন তাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি দিনে কতবার জপমালা প্রার্থনা করেন?" উত্তরে তিনি বলেন, "কখনো আমি দিনে ৪০ বার জপমালা প্রার্থনা করি, কখনো ৫০ বার জপমালা প্রার্থনা করি। এটি কী করে সম্ভব যে, তুমি দিনে একবারও জপমালা প্রার্থনা করতে পার না?" তাই আসুন, আপনার-আমার পরিবারের সবার প্রতিজ্ঞা হোক:

প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা, জপ্‌পো আমি মায়ের মালা।
ভক্তি ভরে জপলে রে ভাই, দূর হয় যত মনের জ্বালা।
যে পরিবার জপে মালা, প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা
নিত্য স্বর্গের শান্তি ঝরে, পরিবারের সবার 'পরে॥ ✿

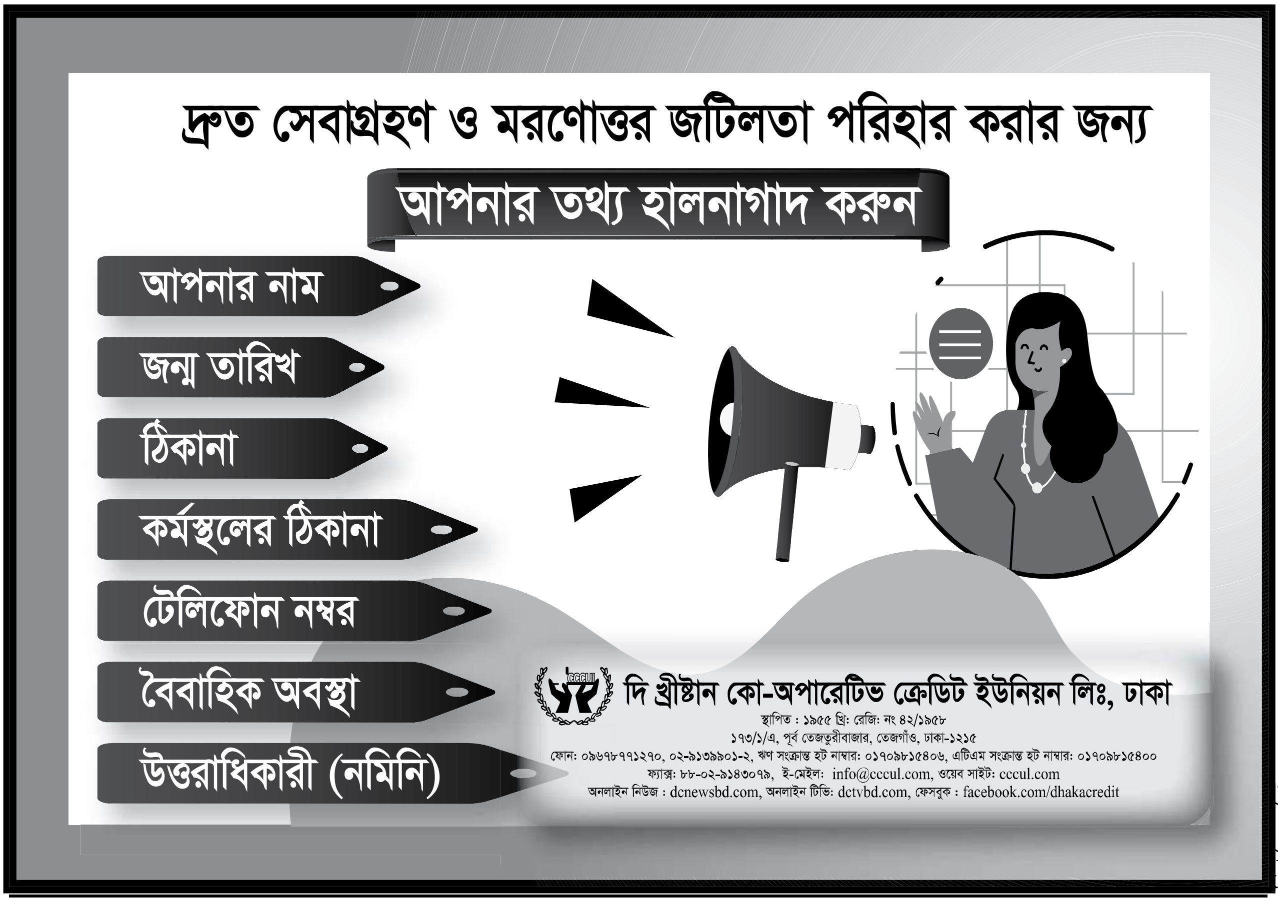

বিজ্ঞ/২৭০/২১

কুমারী মারীয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

সিস্টার তানিয়া গমেজ সিআইসি

যিশুর মা মারীয়া মানব মুক্তির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আমরা, বিশেষ করে নারীগণ, তাঁর জীবন থেকে মানব মুক্তির বিষয়ে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু মা মারীয়ার জীবনে যা ঘটেছিল তা একটু বিবেচনা করা উচিৎ। তাই, আপনি মনে করুন, যদি একজন স্বর্গদূত আপনার কাছে এসে বলেন, আপনি শুধু মাত্র একটি পুত্রের নয়, স্বয়ং ঈশ্বর পুত্রের মা হবেন, অর্থাৎ তাঁকে মানব জন্ম দিতে হবে, তখন আপনার মনের অবস্থা কেমন হতে পারে বা হবে? আপনি হয়তো কষ্ট পাবেন, আতঙ্কিত হবেন, হতচকিত হবেন বা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করবেন। আবার, এমনও হতে পারে যে, আপনি বর্তমানে যেমন আছেন তার চেয়ে আপনার অবস্থা কোন ভাবে খারাপ হবে বা আপনি অন্য কোন জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন। তখন আপনি কি করবেন? আপনার অনুভূতি কেমন হবে? পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে, মারীয়া বিচলিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বর্গদূত গাব্রিয়েলের অভিবাদনে ভয় পাননি। বরং আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্রী এবং ঐশপ্রসাদে পূর্ণা। তাই, গাব্রিয়েল দূতও তাঁকে বলেছিলেন, “প্রণাম মারীয়া প্রসাদে পূর্ণা তুমি, প্রভু তোমার সহায়, নারীকুলের মধ্যে তুমি ধন্যা।” একজন সাধারণ নারীর জন্য এটি অসাধারণ অভিবাদন বা শুভেচ্ছা। এমন কী হতে পারে যা মারীয়াকে বিশেষ করে তুলেছিল? আমরা তাঁর কাছ থেকে কি শিক্ষা লাভ করতে পারি? আমরা পবিত্র মঙ্গলসমাচারে কুমারী মারীয়াকে একজন মা হিসাবে দেখতে পারি যেগুলো তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে সাতটি R এর মাধ্যমে সহভাগিতা করছি।

০১। সুগঠিত অথবা স্বাভাবিক চরিত্রের অধিকারিণী: (Regular & Perfectly formed Character of Mary)

ঈশ্বরের চোখে মারীয়ার কোন বিশেষ দিকটা তাঁকে ‘বিশেষ’ করে তুলেছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, যখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে দেখা দিয়েছিলেন তখন মারীয়া যে একজন সাধারণ প্রকৃতির মেয়ে বা নারী তা দূতসংবাদ পাওয়ার পর তিনি দূতকে যেভাবে প্রশ্ন করেছিলেন “তা কি করে সম্ভব”? তা দিয়েই স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে কুমারী মারীয়া যে অসাধারণ একজন গাব্রিয়েল দূতের উত্তর থেকে স্পষ্ট হয় যখন তিনি বলেছিলেন, “পবিত্র আত্মার শক্তিতে তুমি গর্ভধারণ করবে এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দান করবে, তাঁর নাম রাখা হবে যিশু।” তিনি বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর পরিচিতজনদের সাথে কোন রকম অহংকারের মনোভাব পোষণ করেননি বা কোন চিহ্ন দেখাননি। বরং তিনি তাঁর জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং কৃপা-অনুগ্রহ তাঁর সাথে সহভাগিতা করেছিলেন। অন্য দশজন সাধারণ ও সহজ-সরল নারীর মত তিনি ব্যবহার করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মারীয়া একজন সুগঠিত এবং স্বাভাবিক চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন।

০২। স্বল্পভাষী ও সংযত চরিত্রের অধিকারিণী: (Reticent & Reserved Character of Mary)

মা মারীয়া সংযত চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। দূতের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি কোন ধরণের আপত্তি করেননি। তিনি যুক্তি দিয়েও বুঝাতে চেষ্টা করেননি। দূত সংবাদ এবং অন্য সব কিছু তিনি তাঁর হৃদয় গভীরে গেঁথে রেখেছিলেন। মারীয়া ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অনেক দৃঢ়তায় স্থাপন করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর উত্তর ছিল, “আমি প্রভুর চরণ দাসী, আপনি যা বলেছেন আমার তাই হোক *(লুক ১:৩৮)*।” তিনি নিজেকে সংযত করতে পেরেছিলেন এবং হয়ে উঠেছিলেন স্বল্পভাষী।

০৩। সশ্রদ্ধ, ভক্তিপূর্ণ নারী: (Reverent & Respectful Woman, Mary)

দূতের সাথে আলাপের পরে মারীয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনা করেছিলেন। তাঁর প্রশংসা গীতিকে ‘Magnificat বলা হয়। এই প্রশংসা গীতিতে মারীয়া প্রথমত ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান, আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত। তাঁর এই দীন দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি।” তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একজন দীন দাসী। তাঁর একজন পরিত্রাতা প্রয়োজন। এটা উপলব্ধি করার পর মারীয়া স্বীকার করেছিলেন যে, সকল জাতির মধ্যে তিনি ধন্যা এবং আশীর্বাদিত *(লুক ১: ৪৬-৫৫)*। একজন ভক্তিপূর্ণ নারীই কেবল মাত্র এই ধরনের প্রশংসা গীতি করতে পারেন এবং ভক্তিপূর্ণতায় নিজেকে সম্পূর্ণ প্রশংসিত করতে পারেন।

০৪। অকৃত্রিম বা সাধারণ চরিত্রের অধিকারিণী: (Real & Simple Character of Mary)

মারীয়া ঐশরিক ছিলেন না। তিনি অন্য নারীদের মতো একজন সাধারণ মা ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে আনন্দের সাথে সাথে হতাশা-নিরাশা ও দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা করেছিলেন। তিনি অসুস্থতা, গর্ভে শিশু যিশুর নড়ে উঠার যন্ত্রণা, গোয়াল ঘরে সন্তানকে জন্মদান, শিশুর প্রাণ রক্ষার্থে দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া ও প্রবাসী হওয়া, যিশুর শৈশব, কৈশোর এবং যুব বয়সের বিভিন্ন ঘটনা মা মারীয়াকে উপলব্ধি করতে ও বুঝতে সহায়তা দিয়েছিল যে, তাঁর সন্তান অন্য সন্তানদের মতো হবে না। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠবেন তিনি, বাণী প্রচার করবেন এবং ঈশ্বর জনগণের সার্বিক মুক্তির কল্পে পালকীয় যত্ন নিবেন। বার বছর বয়সে জেরুশালেম মন্দিরে যিশুর হারিয়ে যাওয়া এবং তাঁকে ফিরে পেতে দীর্ঘ পাহাড়ী-গিরিপথ পাড়ি দিয়ে পুনরায় জেরুশালেম মন্দিরে ফিরে যাওয়া মারীয়ার জন্য খুব কষ্টের ও উদ্বিগ্নের কারণ ছিল নিশ্চয়। মন্দিরে যিশুকে খুঁজে পেয়ে একজন সাধারণ পিতা-মাতার মত মারীয়া যিশুকে প্রশ্ন করেছিলেন, “খোকা, আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখতো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খোঁজছিলাম!” *(লুক ২:৪৮)*। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে যে, যিশু তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; সেখানে তিনি সব সময় তাঁদের বাধ্য হয়েই থাকতেন।

০৫। মারীয়া দায়বদ্ধ চরিত্রের অধিকারিণী: (Responsible Character of Mary)

ড. ডেভিড যেরামিয়া বলেন যে, যিশু তাঁর প্রথম অলৌকিক কাজ করেছেন কোন মন্দিরে নয়, বরং করেছেন কানা নগরে এক ইহুদী পরিবারে। কোন মৃত্যুর সমাধিস্থানে নয় কিন্তু, একটা বিবাহ অনুষ্ঠানে। কোন উপবাস কালে নহে বরং একটা উৎসব অনুষ্ঠানে যিশু তাঁর প্রথম অলৌকিক কাজ করেছেন। যখন বিবাহ অনুষ্ঠানে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাচ্ছিল তখন মারীয়া বিষয়টি যিশুকে অবগত করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, বিবাহ উৎসবটি কুমারী মারীয়ার কোন আত্মীয়ের ছিল। অন্তত এই কারণে সেখানে মারীয়ার দায়বদ্ধতা ছিল সুস্পষ্ট। এমন কি মনে হয় মারীয়া অতিথি সেবিকা ছিলেন। এই দায়বদ্ধতায় মা মারীয়া যিশুর কাছে কিছুটা আগবাড়িয়ে এবং দাবীর আবেদন করেছিলেন। উত্তরে যিশু বলেছিলেন যে, তাঁর সময় তখনও আসেনি। সম্ভবত যিশু যে মসীহ তা প্রকাশ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তারপরও মারীয়ার বিশ্বাস ছিল বিধায় তিনি লোকদের বলেছিলেন, “তিনি তোমাদের যা করতে বলেন, তোমরা তাই কর।” বিয়ে

বাড়ীর সমস্যা সম্পর্কে মারীয়া জানতে পেরে এর সমাধান করার তাগিদ ও দায়বদ্ধতা অনুধাবন করেন এবং জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতায় বিষয়টি তিনি যিশুকে অবগত করেছিলেন। মারীয়া বিশ্বাস করেছিলেন যে, একমাত্র যিশুই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। তাই তো যিশু তাঁর মায়ের চাওয়া পূরণ করেছিলেন। জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা দ্রাক্ষারসটি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস।

০৬। মারীয়া ছিলেন বন্ধুসুলভ বা সুসম্পর্কের অধিকারিণী: (Relation & Friendship of Mary)

মারীয়া তাঁর জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং তার সঙ্গে তিন মাস থেকে তাঁর সেবা করেছিলেন। মারীয়া ইহুদী ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। স্থানীয় সমাজগৃহে যিশুকে শিক্ষার জন্য পাঠাতেন। ইহুদীদের বিশেষ বিশেষ পর্বে তাঁরা যোগদান করতেন। মারীয়ার সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন ছিল খুবই গভীর। সর্বোপরি ঈশ্বরের সঙ্গেও তিনি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। মারীয়া তাঁর পুত্র যিশুকে খুবই ভালবাসতেন। যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু-যন্ত্রণা মারীয়া হৃদয়-মনে অভিজ্ঞতা করেছিলেন। হৃদয়ে ব্যথা-বেদনা অনুভব করেছিলেন। সাধু যোসেফ, মারীয়া ও যিশুর মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল। তাঁদের সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক ভালবাসা, সহভাগিতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক। ক্রুশের তলায় যিশু মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এবং তাঁর পাশে সেই যে-শিষ্য, যাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন, তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যিশু মাকে বললেন, "মা, ঐ দেখ, তোমার ছেলে!" তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন, "ঐ দেখ, তোমার মা!" সেদিন থেকে ঐ শিষ্য মারীয়াকে তাঁর ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন *(যোহন ১৯:২৬-২৭)*। এই ভাবে যিশুর মা মারীয়া আমাদের সকলের মা হয়ে ওঠেন। স্বর্গীয়া ও সকলের মা হিসাবে তিনি আমাদের প্রতিনিয়ত ভালবাসেন, যত্ন পনন, আশীর্বাদ করেন এবং সুসম্পর্ক রাখেন। তিনি আমাদেরকে কোন সময়ের জন্য ভুলতে পারেন না, 'স্মরণ কর' প্রার্থনাটি করার সময় এই কথা আমরা প্রকাশ করি।

০৭। পরিত্রাণ লাভকারিণী মারীয়া: (Redeemed Mary)

কুমারী মারীয়া পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন। যিশুর মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানের পরে যিশু শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন এবং শাস্ত্রবাণীর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সাধু লুক তাঁর মঙ্গলসমাচারে লিখেছেন যে, "যিশু শিষ্যদের মনের দ্বার খুলেই দিলেন, যাতে তাঁরা শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে পারেন"*(লুক ২৪ঃ৪৫)*। যিশু তাঁর স্বর্গারোহণের সময় শিষ্যদের জেরুশালেমে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, "শোন, আমি এবার তোমাদের উপর নামিয়ে আনবো পিতার সেই প্রতিশ্রুত দান। উর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসা শক্তিতে তোমরা যতক্ষণ না আচ্ছাদিত হও, ততক্ষণ তোমরা কিন্তু এই শহরেই অপেক্ষায় থেকো।" যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে শিষ্যগণ ও আদি খ্রিস্টভক্তগণসহ মারীয়া ধ্যান প্রার্থনার মধ্যদিয়ে জেরুশালেমে পবিত্র আত্মার অপেক্ষায় ছিলেন। মারীয়া একজন বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি মুক্ত হয়েছিলেন বা পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন। তিনি শিষ্যগণ এবং আদি খ্রিস্টভক্তদের সঙ্গে প্রার্থনায় মিলিত হতেন এবং মণ্ডলীর অগ্রভাগে তিনি থাকতেন। তাঁর এই প্রার্থনা-জীবনের জন্য ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ পূর্ণ মুক্তিদান করেছিলেন। মা মারীয়া মানব জাতিকে পরিত্রাণ পেতে নিত্য সাহায্য করে যাচ্ছেন।

মা মারীয়ার গুণাবলী:

- মারীয় সহজ, সরল, আদর্শ ও বিনম্র নারী। তিনি বাধ্য, বিনয়ী ও পদাবনতা নারী।
- তিনি অনুগতা ও প্রার্থনাশীলা নারী।
- মারীয়া ধ্যানময়ী এবং ঐশবাণী ধারণকারিণী ও বাহিকা নারী।
- তিনি অমলোদ্ভবা, নিষ্কলঙ্কা ও আদিপাপ বর্জিতা নারী।
- মা মারীয়া যিশুর প্রথম অলৌকিক কর্মের সহকারিণী।
- যিশুর প্রচার জীবনে মারীয়া বিনম্রা ও বিশ্বস্ততা শিষ্যা।
- কুমারী মারীয়া আরও অনেক গুণে গুণান্বিতা নারী ছিলেন।

উপসংহার: কুমারী মারীয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ও ধ্যান করে আমরা তাঁর বিভিন্ন গুণাগুণের বিষয় অবগত হই। কোন কোন ধর্মীয়, শিক্ষা, কারিগরী এবং গঠনগৃহ বা প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণাগুণের কোন বিষয় অনুকরণ করার জন্য সেগুলোর নামকরণ করেছে এবং করে থাকে। বিশেষ করে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের স্থানীয় সন্ন্যাস সংঘ, 'দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের কাটেখিষ্ট সংঘ' ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বিশপ যোসেফ অবেট পিমে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুমারী মারীয়ার ন্যায় সহজ, সরল এবং পবিত্র জীবন যাপন করে তাঁর পুত্র যিশুর মঙ্গলবাণী প্রচার করা। মা মারীয়া যেমন দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের সার্বিক পরিচর্যার জন্য গিয়েছিলেন তেমনি ভাবে যেন এই সংঘের ব্রতধারিণীগণ ঝুঁকি নিয়ে হলেও নতুন নতুন গ্রাম, শহরে ও প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে মফস্বল করা তথা মঙ্গলবাণী প্রচার করতে পারেন। এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সংঘের নব্যালয় মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে যাতে উক্ত সংঘে যোগ দিতে ইচ্ছুক মেয়েদের ব্রতীয় জীবনে গঠন নিয়ে মঙ্গলবাণী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কুমারী মারীয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ যেন 'দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের কাটেখিষ্ট সংঘের' মূলমন্ত্র অনেককে উদ্বুদ্ধ করে এবং মঙ্গলবাণী প্রচার কাজ যেন সার্থকতা লাভ করে। কুমারী মারীয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী আমাদের সকলকে প্রবুদ্ধ করুক॥

ঈশ্বরই প্রথমে আমাদের ...

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

আমাদের সু-ইচ্ছা, সৎকার্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার উৎস। প্রলোভনের প্রবলতায় তিনি আমাদের সান্ত্বনাদায়ক ও উৎসাহদাতা, সুখে-দুঃখে তিনি আমাদের অন্তর্যামী, অন্তর-সাক্ষী আকস্মিক বৃষ্টি তাঁর দূত, অনাহূত শিরপীড়া তাঁর সংবাদবাহক। আমাদের আটপৌড়ে কর্তব্যের মধ্যেই তিনি সদা বিরাজমান, তিনিই আমাদের জীবনসাথী পরমেশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীতে তিনি ছাড়া এমন জায়গা কোথায়? তিনি যেখানে বাস করেন না, সেখানে শুধু মিথ্যা আর স্বার্থপরতার রাজ্য, কৃত্রিম স্বাধীনতার মরীচিকা সেখানেই নরক।

এ জায়গায় বহুরূপে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঈশ্বরের সূচনা নেই। সমাপ্তি নেই, জগৎ সৃষ্টির উৎস স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরের প্রকৃতি হলো মানুষের প্রতি তার অসীম স্নেহ ও করুণা। বাইবেলের বাণীতে ঈশ্বর তাঁর অসীম প্রেমের কথা বলেছেন, "অনাদি থেকে আমি তোমাদের ভলোবেসেছি, তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ চিরস্থায়ী *(জেরোমিয় ৩১,৩)*।

মা যেভাবে নিজ সন্তানকে সান্ত্বনা দেয়, আমিও তেমনি তোমাদের সান্ত্বনা দেই *(ইসাইয়া ৬৬:১৩)*। এই জগতে আমাদের পার্থিব পিতামাতা আমাদের ত্যাগ করলেও ঈশ্বর তাঁর আশ্রয়ে আমাদের স্থান দেবেন। অপরাধী ও পাপী মানুষেরা ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করলে, ঈশ্বর কখনো তাদের প্রত্যাখান করেন না। অনুতপ্ত অপরাধীকে ঈশ্বর ফিরিয়ে আনেন এবং নিরাশ ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেন *(বেন সিরাক ১৭,২৪)* আবার নৈরাশ্যের আবর্তে পতিত মানুষকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ভয় করোনা। আমি তোমাদের উদ্ধার করেছি---তোমরা আমারই---আমার দৃষ্টিতে তোমরা খুবই মূল্যবান, আমি তোমাদের স্নেহ করি *(ইসাইয়া ৪৩, ১-৪)*।

মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম কত মহান, কত মধুর, কত মহিমাময়। সমগ্র বিশ্বজগত ঈশ্বরের প্রেমে পরিপূর্ণ। আমরা ঈশ্বরকে প্রথম ভালোবেসেছি এমন নয়, ঈশ্বরই প্রথমে আমাদের ভালোবেসেছেন, তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি যেন তার আত্মোৎসর্গ দ্বারা আমাদের পাপ মোচন করেন, যাতে তার মধ্যদিয়ে আমরা স্বর্গীয় জীবন লাভ করি *(যোহন ৪,৯)*॥

মাতৃ বন্দনা

অধ্যাপক শ্যামা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

স্মরণ করছি বিশ্ব কবির রচিত সেই ক'টি চরণ
"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা,
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
ডান হাতে তোর খরগ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা,
তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে।"

মাতৃবন্ধনার এই শুভক্ষণে মায়ের এই অপরূপ রূপমাধুরী প্রতিটি সনাতন ধর্মীয় চিত্তে জাগিয়ে তোলে এক অপরূপ শিহরণ। বাঙালির আঙ্গিনায় মা আসবেন মেয়ে হয়ে, হিমালয়কন্যা দুর্গাকে আরাধনা করে আমরা মাতৃবন্ধনার সূচনা করবো।

আমার মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণাধারা পরাৎপরা

মায়ের অপরূপ রূপমাধুরী দেখে আঁখি ফেরানো যায় না। মা যে আমার আনন্দময়ী। একদিকে করুণার প্রতীক অন্যদিকে অসুরদলনী অশিব নাশিনী আদ্যা শক্তি।

In one hand She holds the sword
A Rose band in the other ....

Both terrible and beautiful is Mother ...

এই ভীমা জগন্মোহিনী জননী সন্তানদের পূজা পেতে মর্ত্যভূমিতে আসেন। তিনি অভয়দাত্রী। সন্তানদের করুণ আর্তিতে ছলছল হয়ে উঠে তাঁর নয়ন। তিনি সর্বভূতে বিরাজিত। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত হয়েছে, "যা দেবী সর্বভুতেষু বিষ্ণুমায়েতি সংস্থিতা।" খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে ভারতবর্ষে দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপের প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কন্ডের পুরানে দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের কাহিনী উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভুত নিঃশ্বসিত বাণী বেদেও দেবীর আরাধনার উল্লেখ আছে। এখানে দেবী অগ্নিশিখা স্বরূপিনী। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে–

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীর বৈরোচনীং কর্মকলেষুজুষ্টাম
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুরতসি তরসে নমঃ।

আমি সেই অগ্নিবর্ণা শত্রুদহনকারী কর্মফলদাত্রী দেবী দুর্গার শরণাগত হই। বেদের যুগ ছাড়িয়ে যতদিন এগিয়েছে ততই দেবী ভিন্ন নামে, ভিন্ন রূপে চিহ্নিতা এবং পূজিতা হয়েছেন। মহালয়া উপলক্ষে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণের সেই অমিয় বাণীগুচ্ছ

"যড়ৈশ্বর্য্যময়ীদেবী নিত্যা হয়েও বারংবার আবির্ভূত হন। প্রথম কল্পে দেবী বাত্যায়ন নন্দিনী কাত্যায়নি অষ্টাদশভুজা উগ্রচন্ডারূপে মহিষ মর্দন করেন, দ্বিতীয় ষোড়শভুজা ও ভদ্রাকালীর হস্তে মর্দিত হয় মহিষ, তৃতীয় এই বর্তমান কল্পে দশভুজা দুর্গারূপে দেবী সুসজ্জিতাময়ী। অখিল মানব কণ্ঠে ধ্বনিত পুষ্পাঞ্জলি স্তোত্রম, ওঁ মহিষাগ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনী, আয়ুর আরোগ্যং বিজয়ং দেহি দেবী নমস্ততে।"

হে অমৃতবর্ষিণী, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী উৎসবমুখর। 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে, হে শারদলক্ষ্মী তুমি তোমার শুভ্র মেঘের রথে চরে ভক্ত বৎসলা জননীরূপে প্রকট হও। তোমার কল্যাণময়ী রূপে মুগ্ধ; আমরা যেন কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারি 'মা'। বিশ্বের কোন সম্প্রদায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতো 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারেনা। হে মা দশভুজা, তোমার এক হাতে যেমন শস্ত্রের ঝিলিক অন্য হাতে রয়েছে অকুট নলিনী। ভক্ত হৃদয়ে তুমি অমর আসনে নিজেকে প্রোথিত করে রেখেছ। তোমার কাছে প্রার্থনা

"ভুবনজোড়া আসন খানি
আমার হৃদয় মাঝে বিছাও আনি।"

দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া। তিনি বললেন, দুর্গম নামক এক অসুরকে বধ করে আমি জগতে দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হব।

'ত ত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যাং মহসুরম,
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি'।

দেবী দুর্গা চণ্ডিতে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হয়েছেন। তিনি প্রয়োজনে সাকার নিরাকার আবার এক ও বহু হতে পারেন। তিনি কখনো সনাতনী, মহামায়া, পার্বতী, মহেশ্বরী, ত্রয়ী, দুর্গা, গৌরী, লক্ষ্মী, কাত্যায়নী, অপরাজিতা। আমরা তাঁর দীন সন্তানেরা শরৎকালে অকাল বোধনের মাধ্যমে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে এই সর্বজনীন উৎসবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকি।

ইতিহাস বলে, রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি সর্বপ্রথম উত্তরায়নে বসন্তকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন। আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালিরা অবতার শ্রীরামচন্দ্রের প্রবর্তিত শারদীয় দুর্গাপূজা সাড়ম্বরে করে থাকি এবং এই অকালবোদন যেন হিন্দু বাঙালির জাতীয় উৎসব। এই পূজায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়। সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত মাতৃবন্দনার বাণীরূপে,

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী, দুর্গা শির্বা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্ততে।" শরতের আগমনে ধরণী অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। ঢাকের কাঠির শব্দে শিহরিত ভক্তকুল ব্রতী হয় মা দশভুজা ত্রিনয়নীর আরাধনায়। এই মাতৃ আরাধনার উদ্দেশ্য আমাদের মনের ভেতরের অসৎ বৃত্তিগুলিকে দমন করে সৎ ও শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে তোলা। দেবীর আরাধনার মাধ্যমে আমরা কী সত্যিকার অর্থে যথার্থ মায়ের সন্তান রূপে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারছি? জলের গতির ন্যায় আমাদের মনের গতি নিচের দিকে যাচ্ছে। দিন দিন আমরা অবক্ষয়ের তরণীতে আরোহন করে আত্মতৃপ্তির প্রয়াস পাচ্ছি। দিকে দিকে মায়ের সন্তানেরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে মাতৃপূজাকে সাত্ত্বিক সৌন্দর্য থেকে তামসিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। আমরা জানি "মহাশক্তির আরাধনায় অর্ঘ্য আত্মনিবেদন, আমার অহংকারকে বলি দিতে দুর্গাপূজার আয়োজন। আমরা কী অহংকারকে বলি দিতে পারছি? মাতৃপূজার শুভলগ্নে আমাদের শপথ নিতে হবে, সংকল্প গ্রহণ করতে হবে, যে কোন মূল্যে আমরা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে দাঁড়াব। আমরা একে অপরের ভাই-বন্ধু সখা-মিত্র-সুহৃদ ও বান্ধব হয়ে সমাজ থেকে অনৈক্যের পরিবেশ চিরতরে নির্মূল করব। মায়ের আশীর্বাদ হবে আমাদের চালিকাশক্তি। স্বামী প্রণবানন্দের কথায় "শুধু পুষ্প বিল্বপত্রের অর্ঘ্য ও নানাবিধ উপাচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে আকুতি মিনতি আর বৃথা অশ্রুজলে মহাশক্তি লাভ হবে না। দেবী অসুর বিনাশিনী; তাই তাঁর পূজায় চাই হিন্দু নর-নারীর হৃদয়ে অসুরনাশের অটুট সংকল্প, সেই সঙ্গে অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের প্রবল প্রচেষ্টা। দেবী মহাবীর্য রূপিণী তাই তাঁর পূজায় চাই আত্মশক্তির উদ্বোধন, বিকাশ প্রকাশ এবং আত্মরক্ষায় সর্বদা সজাগ থাকা। দেবী সমষ্টি; শক্তিরূপিণী সমাজের সর্ব শ্রেণীর নর-নারীকে সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ করা এবং সমগ্র সনাতনধর্মীদের মধ্যে মহামিলনের অনুশীলনই হোক আজ আমাদের দেবী পূজার মূলমন্ত্র। "হে মা দুর্গা, তোমার অপরূপ মহিমায় আমাদের মনের কলুষ কালিমা, আমাদের মনের সংকীর্ণতা, মালিন্য ঘুচিয়ে দাও। তোমার পূজায় যেন আমার আমিত্বকে বলি দিয়ে, তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে সমস্বরে যেন বলতে পারি-

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্ব হি প্রাণা শরীরে, বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, তোমরা প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

দুর্গাপূজা বা শারদ উৎসব আজ বাঙালি সংস্কৃতির এক বর্ণময় যথার্থতায় পরিপূর্ণ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসব এর অর্থ জানিয়েছেন "যাহা সুখ প্রসব করে, যা আনন্দজনক ব্যাপার। শারদ উৎসবের মূলসুর হউক হে মা জগজ্জননী, আমরা যেন এই উৎসবের আনন্দে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে দৈনন্দিন অভাব অনটন পাশে সরিয়ে উৎসব সুখে মাতোয়ারা বাঙালি হয়ে উঠতে পারি। আজ উৎসব এমনই জৌলুসময়, এমনই বহুমাত্রিক, এমনই সর্বজনীন, এমনই সুখ প্রসবকারী এখানে সবাই আসে মিলনের টানে মিলবে বলে। নিজেকে ঘরের মধ্যে রাখা যায় না। ধর্মের দোহাই দিয়ে সরিয়ে রাখতে পারা যায় না। উৎসবের আসল চরিত্রই হল অন্যকে টেনে আনা। শারদীয় বর্ণিল উৎসবে এখন আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। "সুখ প্রদায়ী ও উৎসব মালিন্যকে ধুয়ে মুছে মুখভারকে হাস্যমুখর করে তুলুক, শারদোৎসবের প্রতীতি ও প্রত্যয়।

পরিশেষে দেবী দুর্গার উদ্দেশে ভগিনী নিবেদিতার মন্তব্য, "দুর্গাপূজা দেবী আরাধনার সূচনা, এরপর কালীপূজা দেবীর আধাত্মিক রূপ তাতে পরিস্ফুট, সবশেষ জগদ্ধাত্রী দেবী এখানে ধরিত্রী রূপিনী। এই তিন দেবীর আরাধনার মধ্যদিয়েই বাঙালি সংস্কৃতি মোহনীয়তার শীর্ষে পৌঁছেছে। পূজা শেষে বিদায়ের সুর, বিসর্জনের পালা, দেবী বিসর্জিতা হবেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, 'দেবালয় শূন্য কি হয়, প্রতিমা যদি হয়গো বিসর্জন।" মাতৃবন্দনা এক চলমান প্রক্রিয়া বলেই বঙ্কিমের ভাষায় বলব,

'মা, তোমায় বন্দনা করব।

বিসর্জন শেষে ভক্তরা অশ্রুসিক্ত নয়নে ঘরে এসে দেবীর রূপমাধুরী চিন্ময়ী রূপে অন্তরে ধারণ করে এক বৎসর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে দেয়। এ ভাবনার বহিপ্রকাশ-

"দেবীর প্রতিমাটিরে বিসর্জি দিঘির নীরে
অশ্রু মুছে সবে ফিরে যায়
প্রতিমার মাটি গলে দিঘির গভীর জলে
শঙ্ক হয়ে পঙ্কজ ফুটায়
সেই পঙ্কজ বনমাঝে, দেবীরাজে নবসাজে
কবি তাই হেরে বারোমাস
অলি নিত্য পূজা করে
গুঞ্জনের মন্ত্র পড়ে
উড়ে আসে ধুপের সুবাস।

দেবীর পূজা চলছে এবং চলবে, মৃন্ময়ী মা হয়ে উঠে চিন্ময়ী মা সেই চিন্ময়ী মায়ের পূজা চলে নিরন্তর॥ ⁂

কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
স্থাপিত: ১৯৮৭, রেজি: নং - ৮১৪/২০০৫,
৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আগামী ২২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০টায় ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২১ সেন্ট লরেন্স চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৩৭৭, দক্ষিণ কাফরুল, ঢাকা-১২০৬ এ অনুষ্ঠিত হবে।**
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন-২০২১ এ সকল সদস্য-সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে-

ডাঃ নোয়েল চার্লস্ গমেজ
সভাপতি

হেলেন গমেজ
সম্পাদক

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
ক) দয়া করে বার্ষিক প্রতিবেদন বইটি সঙ্গে নিয়ে আসবেন।
খ) সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে কোরাম পূর্তিতে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই কোরাম পূর্তি লটারিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারিতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
গ) সকল সদস্য-সদস্যাগণ সশরীরে ১১ টার মধ্যে নিজ নিজ খাদ্য কুপন সংগ্রহ করবেন।

বিপ্র/২৬৭/২১

দুর্গোৎসব ও মা দুর্গার আশীর্বাদ

মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

শরৎ কেবল কাশফুলের সৌন্দর্য, শেফালীর গন্ধ বয়ে আনে না, শরৎ আসে দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার আশীর্বাদ নিয়ে। মেঘের শুভ্রতায় ভেসে পূজার আনন্দ আসে ঘরে ঘরে। কারিগরের নিপুণ হাতে প্রতিমার দেহে রঙের আঁচড় যেন বাঙালির হৃদয়েই খুশির দাগ কেটে যায়। মানুষ তখন নিজেই আর এক কারিগর হয়ে ওঠে জীবনকে সাজাতে।

সর্বমঙ্গলা দেবী দুর্গার আগমনের অপেক্ষার প্রহর শেষ হয় ষষ্ঠীতে, আরাধনায় দেবী জাগরণ বা দেবীবোধনের মধ্যদিয়ে। মহা আরম্ভরে ভক্তি আচার-অনুষ্ঠান করা হয় ভক্তের অন্তস্থল থেকে। এই পূজার মধ্যদিয়ে মানব জাতি সকল দেবতাকে জাগিয়ে তোলেন জগৎ পরিত্রাণের জন্য। ৬ষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত পূজা মণ্ডপে চলে ভক্তদের রাতদিন পূজা-অর্চনা, এর মধ্যদিয়ে মন প্রাণ পায় নতুন উদ্যম। ভক্তের বিশ্বাসমতে, বাদ্যের তালে তালে দেবী মা দুর্গা তার ভক্তদের নিকট হাজির হন, অসীম শক্তিতে ভেঙ্গে দেন অশুভ দুর্গ। দশমীতে মা দুর্গাকে বিদায় জানানো হয় বিষাদভরা অন্তরে।

পৌরাণিক কাহিনী মতে, ভগবান ব্রহ্মা কর্তৃক অমরত্বের বর প্রাপ্ত মহিষাসুর স্বর্গলোকে সকল দেবতাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। স্বর্গে অসুরদের নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতারিত করার প্রয়াস করলে দেবকূলকে রক্ষায় পুনরায় বিষ্ণুর নির্দেশেই সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ থেকে মহাশক্তির আধার নারীরূপী দেবী দুর্গার জন্ম হয়। দেবতাগণ তাকে সর্বক্ষেত্রে পারদর্শী করে গড়ে তুলেছিলেন। সেই সাথে সকল অসুরের অপকর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং দেবতাদের সকল সঙ্কটে তাঁকে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতার অধিকারী করে তাঁর দশ হাতে তুলে দিয়েছিলেন দশটি অস্ত্র। দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি হয়ে দুর্গতিনাশিনী শক্তিময়ী জগতমাতা যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন এবং স্বর্গরাজ্যকে রক্ষা করেন। মহিষাসুরের মত আরও অনেক অনেক শয়তানের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে শান্তি ফিরে আসে, স্বর্গের দেবতারা দেবী দুর্গার এই অসীম শক্তি ও জগত পরিত্রাণের জন্য তার নামে জয়ধ্বনি করেন। মা দুর্গার এই অগাধ শক্তিতে বিশ্বাস করে ভক্তেরাও করজোরে প্রার্থনা করেন যেন সকল অপশক্তির হাত থেকে চিরকালের জন্য এই জগত সংসার উদ্ধার পায়।

পূজা উৎসব কেবল জাঁকজমকপূর্ণ মহা আড়ম্ভরের বাহ্যিক উৎসবই নয়; এর সাথে রয়েছে বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নাড়ির অবিচ্ছেদ্য এক সম্পর্ক। প্রত্যেকে আমরা যার যার বিশ্বাসমতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করলেও উৎসবগুলোর কোনো ভাগ হয়না। পারস্পরিক ধর্মীয় মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন এবং সম্প্রীতির মনোভাবের চরম নিদর্শন পাওয়া যায় উৎসবে সকলের অংগ্রহণের মধ্যদিয়ে। অন্যান্য ধর্মের উৎসবের মত দুর্গোৎসবের আমেজও সকল বাঙালির প্রাণে জড়িয়ে থাকে পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। শরৎকালের আবহাওয়া যেন পূজার বার্তা ছড়িয়ে দেয় সবখানে। ছোটবড় সকলেই অপেক্ষায় থাকি কখন পূজা মণ্ডপ আলোয় আলোয় ভরে উঠবে, কখন ঢাকের আওয়াজ ডেকে নিয়ে যাবে মা দুর্গার মুখদর্শনে। পরম আরাধ্য দেবীর নৈকট্য লাভের মধ্যদিয়ে অন্তরে যেমন নির্মল আনন্দ ও শান্তি ছুঁয়ে যায় তেমনি তার বিদায় বিসর্জনেরও মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবে স্বর্গে কিংবা মর্তে যেখানেই দেবীর অবস্থান হোক না কেন, সকল স্থানের দেবতা ও মানুষের অন্তরের কথা তিনি বুঝতে পারেন, শত অক্ষির দর্শনশক্তির দ্বারা তিনি আমাদের বেষ্টিত করে রাখেন এবং সকল অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন। পূজার প্রধান আসনে অধিষ্ঠিত মা দুর্গাকে ঘিরে থাকেন তার সন্তান কার্তিক ও গণেশ এবং অন্যান্য দেবতাগণ, এই স্বর্গীয়দৃশ্য অবলোকনের মধ্যদিয়ে আমরা ইহলোক ছেড়ে স্বর্গের নৈকট্য আস্বাদন করি।

বিগত দুটি বছর ধরে পুরো পৃথিবীতে বিরাজমান রয়েছে কোভিড-১৯, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ, এই মরণ ব্যাধির আক্রমণে এ যাবৎ মৃত্যু ঘটেছে ৪৮ লক্ষেরও অধিক মানুষের। উৎসবের আমেজকে ঘিরে এখনও মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে মৃত্যুর আতঙ্ক। পূজা অর্চনার মধ্যদিয়ে মানবজাতির আতঙ্ক ঘুচে যাক, প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দূরে ভেসে যাক সকল অনিষ্ট, রোগমুক্ত হোক পৃথিবী এটাই ভক্তদের কাম্য॥

সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য

মালা রিবেরু, পামার

প্রতিবছরের মত এবারও ১০ অক্টোবর সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে "বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস"। শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক ভাবে সুস্থ থাকাও যে গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝার জন্য এটি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা বর্তমানে খুব আধুনিক জীবন-যাপন করলেও মানসিকভাবে পুরানো ধ্যান-ধারণায় বসবাস করছি। যদি স্বাস্থ্যসেবার কথা বলি, শারীরিকভাবে অসুস্থতা (জ্বর, ঠাণ্ডা, কাশি, বুকব্যথা বা অন্য সমস্যা) জন্য ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু মানসিক ভাবে অসুস্থ হলে সামাজিক লজ্জার (Social Stigma) কারণে আমরা হাসপাতালে যেতে বা ডাক্তারের কাছে যেতে চাইনা। কিন্তু শরীর ও মন যে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তা আমরা হয়তো জানিনা। যেমন আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি একটি ভাল খবর শুনি, তবে সারাদিন যত শারীরিক পরিশ্রম হোক না কেন এত কষ্ট মনে হবেনা। ভাল লাগার মাঝে সব কষ্ট কেটে যাবে বা কম অনুভব হবে, পক্ষান্তরে যদি এর উল্টো হয় কোন দুসংবাদ শুনি শারীরিকভাবে যতই সুস্থ থাকিনা কেন কারো একটু কটু কথায় মন খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং ভাল স্বাস্থ্য থাকার জন্য মন ও শরীর উভয়ের যত্ন নিতে হবে এবং অসুস্থ হলে সেবা নিতে হবে ।

World Federation of Mental Health এর তথ্য অনুসারে জাতি এবং জাতিগত কারণে, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি এবং লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে ৭৫%-৯৫% মানুষের মানসিক অসুস্থতার অন্যতম কারণ মানসিক স্বাস্থ্যসেবার স্বল্পতা ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুসারে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় অবশ্যই মানসিক স্বাস্থ্যসেবা থাকতে হবে। জনগণকে মানসিকভাবে সুস্থ থাকার কৌশলগুলো জানাতে হবে, মানসিক অসুস্থতার লক্ষণসমূহ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানাতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবায় এখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেনি। একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, মানসিক রোগের বিস্তার প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৬.৫ থেকে ৩১.০% এবং শিশুদের মধ্যে ৩.৪ থেকে ২২.৯% এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে বিভাগীয় শহরের তুলনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা খুবই কম। এখনো কবিরাজ, টোটকা, বিশ্বাস নিরাময়কারী (পীর ও ফকির), হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, গ্রামীণ চিকিৎসকের (গ্রাম চিকিৎসক) মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়া হয়ে থাকে ।

বাংলাদেশে মানসিক ব্যাধিগুলির বোঝা বেশি এবং এই বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো প্রাথমিক পরিচর্যায় মানসিক সমস্যাগুলো বের করে চিকিৎসা প্রদান করা। এরজন্য অন্যতম উপায় হলো যারা প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবায় জড়িত তাদেরকে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সময় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক পরিচর্যার চিকিৎসকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের অব্যাহত চিকিৎসা শিক্ষা প্রাথমিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১০,০০০ মানুষ আত্মহত্যা করার পাশাপাশি আরো অন্যান্য মানসিক সমস্যায় ভুগছে, যা একটি দেশের স্বাস্থ্যসেবায় হুমকিস্বরূপ, এ থেকে মুক্তির উপায় হলো সরকারকে অতিসত্বর সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং যদি ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তবে দিন দিন এর সংখ্যা বাড়তে থাকবে যা সরকার ও জনগণের জন্য হুমকিস্বরূপ॥

ঈশ্বরই প্রথমে আমাদের ভালোবেসেছেন

সুনীল পেরেরা

যিশু! কে এই যিশু? যিশু অজ্ঞাত এক গ্রামের সাধারণ ছুতোর মিস্ত্রির সন্তান বলেই জানতেন সবাই। তার ছিল না শিক্ষার উচ্চমান, ছিল না পাণ্ডিত্যের গর্বিত গরিমা। যিনি খোলেননি কোন বিদ্যালয়, লেখেননি কোন গ্রন্থ, যোগ দেননি কোন আপন দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে।

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অবিচল বিশ্বাস যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং ঈশ্বর। যিশুখ্রিস্ট যে প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মানুষ এটাই খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর। যিশু কিন্তু নীতিপ্রচারক ও জাতিসংস্কারক বা উপদেষ্টা নন, তিনি অবতীর্ন পরমেশ্বর। খ্রিস্টের উপদেশবলী যত মূল্যবান, তত গুরুত্বপূর্ণ তার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব আর মনুষ্যজাতির পরিত্রাণার্থে তার কার্যাবলী। যিশু কিন্তু সত্যি সত্যি মানবদেহ ধারণ করে জন্মেছেন, কষ্টভোগ করেছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করে জীবিত আছেন চিরকালের মত। তিনি খ্রিস্টভক্তদের স্মৃতিতে শুধু নয়, সত্য সত্যই যুগে যুগে বিরাজমান। যিশুর আপন জাতির মানুষেরা তাকে মানলোনা, জাতির মহাযাজক আর শাস্ত্রীগণ তাকে আগ্রাহ্য করল, তাদের গর্ব চূর্ণ হলো। তাদের মন্দিরও ধ্বংস হলো কিন্তু যিশু আছেন, থাকবেন চিরন্তন।

খ্রিস্ট ও ব্যক্তিত্বের রহস্য অবিশ্বাসী সমালোচকরা অবিশ্রান্ত প্রজন্মে নতুন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন কিন্তু তাদের পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্তেই উজ্জ্বল ও অভিনব ভাবে প্রমাণিত হয়েছে খ্রিস্টের অনিবার্য ঐতিহাসিকতা। তারা অবশ্য হার মানলেন না। খ্রিস্টের অভূতপূর্ব সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠতা তার অনন্য সর্বাঙ্গীন মাহাত্ম্য তার উপদেশ ব্যক্তিত্বের দূরপ্রসারিত প্রভাবটাকে তার সাড়ম্বর স্বীকার করলেন। তাকে বললেন দেবোপম, কিন্তু ঈশ্বর বলে মানলেন না। খ্রিস্টের পরম দয়া ও সত্যবাদিতাও তাদের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তারা তবে কেমন করেইবা অস্বীকার করবেন তার ঈশ্বরত্ব? ঈশ্বরের দাবী যখন তিনি করেছেন শুধু মুখের কথায় নয়, বরং অলৌকিক প্রদর্শনে। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস যুক্তির সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর স্থাপিত।

সমাজের বিশেষ শ্রেণির সঙ্গে যিশুর সম্পর্ক ছিল অন্য রকম। সমাজের নিচের তলায় অসুখী মানুষগুলো যথা- পাপী, দরিদ্র আর ব্যধিগ্রস্তরা তার চোখে ছিল মূল্যবান, আর তিনি তাদের দৃষ্টিতে সহৃদয়। এদের প্রতি যিশুর আকর্ষণ ছিল দুর্বার। ঘৃণিত করগ্রাহককে শিষ্যত্বে বরণ করে, অন্ত্যজদের সঙ্গে আহারে অংশ নিয়ে এবং কাজে ও কথায় অনুতপ্তদের পক্ষ গ্রহণ করে এই পদদলিত মানুষগুলোকে তুলে ধরেছেন। ঘোষণা করেছেন, অনুশোচনা ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই সব অবজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষেরাই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে একদিন সততাদর্পী আত্মধর্মিষ্ঠেয় এক অলক্ষ্য আদর্শ, তাকে খুঁজতে গেলে, তিনি অন্তরীক্ষে বিলীন হয়ে যান মরীচিকার মতো। কিন্তু তিনি চলে গিয়েও চলে যান নি, অস্পর্শনীয়ও নন, মেঘের মতো অফুরন্তও নন। আমরা যেন তাকে শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রাখি। আমরা যেন আমাদের প্রতীক্ষার পূর্ণচ্ছেদ না ঘটাই, তাকে খুঁজে পেয়েছি বলে আমরা যেন ক্ষান্ত না হই। তিনি মেঘ-সদৃশ্য, তিনি জীবন ও মৃতের উৎস। আমাদের ক্ষুদ্র মাটির পাত্র পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তিনি। তার কৃপাভাণ্ডার যে অফুরন্ত, তা কোন দিন নিঃশেষ হবার নয়। তাই পবিত্র বাইবেলে দেখি পরম প্রভুর অপার্থিব মহিমা মেঘের মধ্যেই প্রকাশিত।

যিশু যে ধর্মরাজ্যের কথা প্রচার করেছেন তার অর্থ ইহুদিদের কাছে কিছুই নয়, ওতে অর্থ আসে না এক কানাকড়িও। তারা বোঝে লেনদেন, মুনাফা আর কড়ির হিসাব। যে মন্দিরে তাদের অবাদিত রাজত্ব সেই ধর্মমন্দিরের প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সোচ্চারে প্রকাশ্যে যিশু তাদের আক্রমন করেছেন দুর্বৃত্ত ও ব্যভিচারী আখ্যায়, অপমান করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় যিশুর সঙ্গে তর্কে, কৌশলে, বুদ্ধিতে, শাস্ত্রজ্ঞানে কিছুতেই ওরা পেরে ওঠেনি, বরং অবলীলায়িত চাতুর্যের সঙ্গে সকল ফাঁদ বিকল করে তিনি তাদের নাজেহাল করেছেন।

ফরিশীদের যে লোক অন্তরে বিমুখ, নির্দয়, লোভী, দাম্ভিক, ধূর্ত, কৃপণ অথচ অনুশাসন সব মেনে চলে, তাদের সমাজে সেই একজন ধর্মবীর ও দারুণ মাননীয়। দশমাংশ বেশি দিতে পারলেই বেশি মাহাত্ম্য। আর সেই দশমাংশ নির্ধারণ করতে তাদের হিসেবের মাপজোকের কত সুক্ষ কেরামতি। তাই যিশু তাদের ধিক্কার দিয়েছেন, "ধিক ফরিসিরা তোমাদের ধিক। ঈশ্বরকে দশমাংশ দেবার বেলায় তুচ্ছ শাকপাতাও বাদ দাও না কিন্তু ঈশ্বরের আসল যে প্রাপ্য-ভালোবাসা ও ন্যায়নিষ্ঠতা তাই বাদ দিয়ে দাও। তোমাদের শুধু লক্ষ্য, কী করে সমাজগৃহে উচ্চ আসনে গিয়ে বসবে, কি করে বাইরে বেরুলে পাবে সকলের অভ্যর্থনা। যিশু তাদের উদ্দেশে আরও বলেন, ঈশ্বররাজ্যের সন্ধান নাও। এই পৃথিবীতেই সে রাজ্যের বিস্তৃতি। যখন মানুষ ঈশ্বরে ভাবিত হয়ে, চালিত হবে, মিলিত হবে তখনই তো সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। প্রেমের সমৃদ্ধিই তো এ রাজ্যের সমৃদ্ধি। মহামিলনেই তো এ রাজ্যের মর্যাদা। নম্রতা, মিত্রতা, পবিত্রতা, এইতো তার ত্রি-নীতি। ঈশ্বরের রাজ্য তো নিজেদের অন্তরে। হৃদয়ের পরিবর্তনেই সেই ঈশ্বর-রাজ্যের আবির্ভাব। শিশুর মত সহজ সরল না হলে কেউ কোন দিন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনা।

যিশু নিজেকে কখনো বলেছেন মনুষ্যপুত্র, কখনো বলেছেন ঈশ্বরপুত্র। যিনি মনুষ্যপুত্র তিনিই ঈশ্বরপুত্র। তাঁরা কোন বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, যিশুতে এক সত্তা। যিশুই ঈশ্বর, পরিত্রাতার রাজা আর ক্রুশবিদ্ধ সেবক। যিশু ঈশ্বরকে জানাতে এসেছেন স্নেহে, ক্ষমায় অনুকম্পায়। এসেছেন ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শেখাতে। যিশু নিঃস্বার্থভাবে শুধু দিলেন, প্রতিদানে কিছুই চাইলেন না। আমাদের সমস্ত পাপ ও বেদনার ভার নিজে বহন করলেন অথচ অভিশাপ দিলেন না। বরং ক্ষমা করেই গেলেন পরম মমতায়। আমরা তাকে না মানলেও তিনি চান আমরা যেন মন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে জীবনের পবিত্রতায় বেড়ে উঠি। কিন্তু সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করা সহজ নয়। জাগতিক আসক্তি হতে মুক্ত হতে পারলেই আমাদের জীবনে ফিরে আসবে শান্তি, শৃঙ্খলা, বিশ্বাস ও আনন্দ। ঐশ অনুগ্রহের অন্যতম সূত্র হলো সর্বদা নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য চাওয়া, অন্যের মঙ্গল প্রার্থনা করা। এমনকি শত্রুদের জন্যেও মঙ্গল কামনা করা।

মানুষের জীবন কেবল এই জগতে সীমাবদ্ধ নয় তার মধ্যে যে আসল মূল্য আছে তা পরজীবনে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করবে। পর জীবনে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে চাইলে আমাদের সমস্ত সত্তা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। আর মানুষকে ভালোবাসতে না পারলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা যায়না। আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা থেকে জাত, ভালোবাসার জন্যেই সৃষ্ট, কারণ ঈশ্বর হলেন ভালোবাসাময়। নম্রতা হলো সকল গুণের রাণী। নম্রতার উজ্জ্বল আদর্শ হলেন স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট। যিশু আমাদের অনুতপ্ত হৃদয় চান। তিনি আমাদের আলিঙ্গন করার জন্য দুবার জড়িয়ে আছেন, যেন আমরা তার ক্ষমা পাবার জন্যে তৃষ্ণার্ত হই। আমরাও যেন অপরকে ক্ষমা করি। ক্ষমা তো শান্তিমনেরই ভূষণ ঈশ্বর প্রেমময়। তিনি প্রত্যেককেই ডাকেন তাঁর কাছে যেতে। তাঁর পথে চলতে, তাঁর কাছে অর্থাৎ মানুষের সেবা করতে। মানুষের জন্য আত্মবিসর্জন আর ঈশ্বরের জন্যে মৃত্যু। সেই মৃত্যুরই আরেক নাম শাশ্বত জীবন। তাই স্বর্গ-মর্তকে করতে হবে একীভূত। কেননা স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা এই মর্তের সীমানায়। আমরা যেন প্রেমের ভাণ্ডারী হই। ঈশ্বর কী চান? জানবার আগে মানুষ কী চায় তার খোঁজ নাও। মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা।

ঈশ্বর আছেন অনলে, অনিলে আছেন নভোনীলে। সাধু-সন্তদের হৃদয়ই তাঁর বিশ্রাম-আশ্রম, চেনা অচেনা প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। তিনি আমাদের অন্তরের অন্তরতম, আমাদের বুদ্ধির দীপ্তি,

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

একটি হৃদয়বিদারক দূর্ঘটনা এবং সমাজে ফকির দরবেশদের ভূমিকা

ডা: এফ রোজারিও

(গত সংখ্যার পর)

আমাদের দেহ ওজনের জন্য প্রাণহীন শরীর প্রথমেই পানিতে ভাসতে পারে না তলিয়ে যায়। তার উপর ইছামতির প্রবল স্রোত; সেই স্রোতে সুশান্তকে বেশ দূরে নিয়ে গেছে। তাই লোকজন কাছাকাছি ডুবুরি দিয়ে তালাস করেও ওর দেহের হদিস পায় নাই। মনে মনে ভাবি দুইদিন গত হয়েছে আজ তিনদিন এরমধ্যে ওর পেটে এবং ফুসফুসে পানি ঢুকে বেলুনের আকার ধারণ করেছে, তার উপর শরীরের পচন অবশ্যই হয়েছে। পচন ধরা মানে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস তৈরী হওয়া। যেহেতু গ্যাসের ওজন পানির ওজনের চেয়ে অনেক কম তাই আমরা সচরাচর দেখি যেকোন পচনশীল দেহ সে জীবজন্তুই হোক আর মানব দেহই হোক এই গ্যাসের কারণে পানিতে ভেসে উঠে। যেমন একটা ফুলানো বেলুন পানিতে ভাসতে থাকে।

বিজুকে বললাম "তোরা পাঁচ সাতজন প্রস্তুত থাক তোদের নিয়ে সুশান্তর লাশ যেভাবেই হোক উদ্ধার করবই। তোরা যাবিতো আমার সাথে?" বিজুসহ সবাই একবাক্যে সায় দিলে ওদের পাঁচ সাতটা বইঠা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলে আমি আবার বাবাকে বলার জন্য বাড়ী গেলাম। দিন ছোট তাই সূর্য অস্ত যাওয়ার পথে।

বিজু আমার নোয়া মাসীমার ছেলে। অনেক আদরের ছোট ভাই। ছোটবেলায় কোলে কাঁধে চড়ে বড় হয়েছে। তখন সে সেমিনারীয়ান। সদ্য এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে সেমিনারীর নিয়মমাফিক অল্প কিছুদিনের জন্য বাড়ীতে আছে। সুশান্ত বিজুর সহপাঠী; দু'জন দু'জনার ভালো বন্ধু। গ্রামে দু'জনেরই খুব সুনাম। ওদের আচার ব্যবহার অবাক করার মত আবার দু'জনেই ভালো ছাত্র। সুশান্ত নামেও শান্ত কাজেও শান্ত। ছেলেটা বেশ ফর্সা। ওর মা আমার এবং বিজুর কাজিন সে সম্পর্কে সুশান্ত আমাদের ভাগ্নে।

মায়ের বিত্তশালী দাদু ধনা নাগরের ছেলে সন্তান না থাকায় তার বিশাল সম্পত্তি আদরের নাতিন সুশান্তর মায়ের নামে বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি লিখে দেন। ধনা নাগর ছিলেন বৃটিশ আমলে পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়ী। কোলকাতার তালতলা বাজারে তার ছিল নামকরা রেষ্টুরেন্ট। তিনি সেখানে দেশীয় খাবার পরিবেশন করায় চমৎকার সুনাম করেছিলেন। তার রেষ্টুরেন্টে দেশীয় লোকজন খায় নাই, তৎকালে ঐ অঞ্চলে এইরূপ মানুষ ছিল না বলেই চলে। সুশান্তদের পৈত্রিক বাড়ী ছিল বক্সনগর। ওদের দুই ভাই পাঁচ ছয় বছরের রতন আর সুশান্তকে নিয়ে বাবা-মা কোলকাতা থেকে সোজা চলে এসে দাদুর বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। সুশান্তর বাবাও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। চাকুরি সুবাদে গোড়া থেকে অবসরের পূর্ব পর্যন্ত সৌদি আরবে আকর্ষণীয় চাকুরি করতেন। মনে মনে ভাবলাম ফকির দরবেশ সুশান্তর বাবার সৌদি আরবের পেট্রো-ডলারের গন্ধ পেয়ে হাকডাক বেশ ভালোই দিয়েছে!

বাবার সাথে কিছু কথা সেরেই চলে যাই সুশান্তদের বাড়ী। আমাদের বাড়ীর সন্নিকটেই সুশান্তদের বাড়ী। ওর মা রেজিনা আমাদের রেজুদি এবং তার নানীকে দেখতে অর্থাৎ যিনি সম্পর্কে আমারও নানী। সেই সাথে বড় ফকিরের কেরামতি দেখারও প্রবল ইচ্ছা। জীবনে কখনো ফকিরের ধ্যান বা ভাঁড় কি জিনিষ তা দেখার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কোনটাই হয় নাই। বিরাটাকার উঠানে পা দিয়েই দেখি উঠান উপচিয়ে বাড়ীতে পরিচিত অপরিচিত মানুষ আর মানুষ। উঠানের মাঝখানে বড় ফকিরের কেরামতি চলছে। আমি সে দিকে নজর না দিয়ে রেজুদি এবং নানীকে দেখতে ঘরের ভিতর চলে গেলাম। গিয়ে দেখি সুশান্তর মা অজ্ঞান অবস্থায় পরে আছে আর নানী বারবার মূর্ছা যাচ্ছে। নানী বার বার বুকে আঘাত করে বলছে "যেভাবেই হোক আমার কলিজার ধন সুশান্তকে আমার বুকে এনে দাও"! অনেক পাড়া প্রতিবেশি রেজুদি এবং নানীর মাথায় পানি ঢালছে, তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে সেবা শুশ্রূষা দিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা দেখে আমারও হৃদয়-প্রাণ কেঁদে উঠে। রেজুদি এবং নানীর প্লাসটা নিরীক্ষণ করে নানীকে আশ্বাস দিলাম এই বলে "নানী যেভাবেই পারি সুশান্তকে আমি তোমার কাছে এনে দিবই দিব"। এই বলে ঘর থেকে বের হয়ে ফকির দরবেশদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলি। "আমি সুশান্তর মামা। আপনাদের চেষ্টা তদ্বীর আপনারা চালিয়ে যান আমরাও দেখি কি করা যায়। মনে মনে ভাবলাম, এই মূহূর্তে এই ভণ্ড ফকির দরবেশদের বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে বা এদের খেপিয়ে কাজ নাই। এই বলে আমি মাঠের দিকে রওয়ানা দিলাম। ফিরে এসে বিজু এবং ছয় সাত জন আটদশ বছরের ছেলেপেলে নিয়ে নদীর ঘাটে যাই একটা নৌকার আশায়। দেখি পারাপারের জন্য মাঝারি সাইজের একটা ভেদী নৌকা। স্থানীয় এক মুরুব্বীকে বলি "নৌকার মাঝিকে আমার কথা বলবেন, এই বড় বিপদের জন্য নৌকাটা কয়েক ঘন্টার জন্য ধার নিলাম। ভাড়া বাবদ যা চান আমি দিব। এই বলে মনে মনে একটা পরিকল্পনা এটে নৌকায় বিজু এবং তার দল নিয়ে অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম।

ঐ সময় ইছামতির উৎপত্তি স্থলে সরকার কর্তৃক কাইশ্যা খালির বাঁধ ছিল না বিধায় ইছামতি নদীতে ছিল প্রচণ্ড স্রোত। ছোটবেলায় নদীতে বাড়ীঘরের কত বিপদজনক ভাঙ্গন দেখেছি। বান্দুরা হলিক্রশ হাই স্কুলও মারাত্মক ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়েছিল। শুধু সেই সময়ের হেডমাস্টার ব্রাদার হোবার্টের সুপরিকল্পনা এবং অদম্য পরিশ্রমের ফলে ঐতিহাসিক হাইস্কুল এবং ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী রক্ষা পেয়েছে। স্রোতের অনুকূলে আমাদের বেশ ভারি নৌকা তরতর করে ভাটিরদিকে গোবিন্দপুর-কলাকোপার দিকে চলতে লাগল। দশবারো বছরের ধনু শুধু পিছনে গলুইতে হাইল ধরে বসে রইল। আর আমাদের ছয়-সাত জোড়া অনুসন্ধানী চক্ষু চতুর্দিকে নজরদারী করতে লাগলাম কোথাও কোনো স্থানে সুশান্তর দেহ ভেসে আছে কি না?

প্রবল স্রোতে নদীতে অনেক কচুরীপানা ভেসে যাচ্ছে; এর মধ্যে দুই একটা জীবজন্তুর মরদেহও আটকে আছে দেখলাম। নদীর বাকে বাকে জেলেরা মাছ ধরতে ভেহাল পেতে বসে আছে। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে করতে ভাটির দিকে যেতে থাকলাম। কলাকোপা পৌছতেই দেখি বৃটিশ আমলের ঐ অঞ্চলে সম্পদশালী ধনাড়ো তেলী বাড়ীর পাশ দিয়ে ভীষণ স্রোতবাহী একখাল। খালের গোড়াতেই এক জেলে ভেহালে বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে নির্ভরযোগ্য এক ক্লু পাওয়া গেলো। সে বলে "সারাদিন কতই না মরা দেখি কিন্তু মানুষ না গরু ভেড়া খেয়াল করি নাই। তবে আজ দুপুরে একটি মরা ভেহালের জালে প্রায় আটক্যা যাওয়াতে বাঁশ দিয়া এই খালের কাটালে স্রোত) দিয়া দিলে টাইন্যা নিছে। সঠিক বলতে পারমু না একটু

খানি সন্দেহ অইছিলো মানুষও অইতে পারে? জেলে ভাই এর কাছে একটু ক্লু পেয়ে আমরা নদী রেখে সেই খালে প্রবেশ করি। খালের নাম কলাকোপা কাটাখালি।

বৃটিশ আমলে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ব্যবসা বানিজ্যের নিমিত্তে নৌ চলাচলের সুবিধার জন্য দীর্ঘ এই খাল কেটেছিল স্রোতস্বিনী ইছামতি থেকে।

কলাকোপার ভিতর দিয়ে বিখ্যাত আড়িয়ালখাঁর বিল পর্যন্ত। লোক মুখে শুনেছি কলাকোপা তেলীবাড়ীর ব্যবসায়ীদের সাথে আলি খাঁর বিলের মাঝখান দিয়ে পদ্মা পাড়ের বিখ্যাত কুন্ডু জমিদার পরিবারের সাথে প্রচুর ব্যবসা বানিজ্য ছিল। কাটাখালির প্রচণ্ড স্রোতে আমরাও আড়িয়াল খাঁর বিলের দিকে চলতে থাকলাম। ঐসময়ে কলাকোপা বান্দুরা অঞ্চলে প্রায় প্রতি রাতেই দুর্ধর্ষ ডাকাতি হতো। আমাদের দলের আমি ছাড়া সবাই নাবালক। কলাকোপা গ্রাম ছাড়লেই নির্জন বিলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি সাথে সাথে আমারও একটু ডাকাতের ভয় ভয় করছে। আমার সেনাপতি বিজুকেও কিছু বলছি না সেও ভয় পাবে বলে। অপরদিকে চিন্তা করছি আমাদেরকে ডাকাত মনে করে আশেপাশের গ্রামের লোকজন দূর থেকে মরণঘাতি অস্ত্রপাতি দিয়ে আক্রমণ করে না বসে? কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে সাথের এই সব নাবালক ছেলেপেলের অভিভাবকদের কি জবাব দিব? যাইহোক, আমার দুশ্চিন্তা কাউকে বুঝতে না দিয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে যেতে থাকি। তবে ভাগ্য সুপ্রশন্ন সেইদিন ছিল পূর্ণিমা রাত। চাঁদের জোৎস্নার চতুর্দিক বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমরা যেতে যেতে খালের শেষ মাথায় বিশাল আড়িয়াল খাঁর বিলের উত্তর প্রান্তে পৌছে দেখি খালটি বিলের সাথে মিলিত হয়ে স্রোতপ্রবাহ হয়ে গেছে বেশ মন্থর। নিকটেই দেখি বিরাট এক বালুচর। চাঁদের জোৎস্নায় বালুর রূপালী রং আরো যেন চক চক করছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখি বেশ দূরে গোটা দুই কুকুর কি যেনো একটা বস্তু নিয়ে টানাটানি করছে। সেই সাথে একটা শেয়ালও উৎ পেতে আছে। আরো কাছে যেতেই কুকুর আমাদের দেখে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে একটু দূরে অবস্থান নিলো। কাছে যেতেই বিকট এক পচা দুর্গন্ধে দম আটকে যাওয়ার অবস্থা। আরেকটু কাছে গিয়ে বুঝতে পারি এটা একটা মৃতদেহ। একটা হাত পানির উপরে কিছুটা খাড়া অবস্থায় আছে। মনে করি কুকুর দুইটা এখানটায় কামড় দিয়ে টানাটানি করতেছিল। সবাই আঁচ করতে পারলাম এটাই সুশান্তর দেহ। এখন মৃতদেহ শনাক্ত করার পালা। সত্যিই কি এটা সুশান্তর মৃতদেহ? না অন্য কারোর? দুর্গন্ধ এবং কিছুটা ভয়ে বিজু বাদে আমার ক্ষুদে সৈন্যরা সবাই নৌকার মধ্যে মাথা নিচু করে ভুট হয়ে কান্না শুরু করে দিলো। বিজুও সহপাঠী বন্ধুর এই অপ্রত্যাশিত বিয়োগ ব্যথায় কিছুটা কাতর হয়ে পড়ে। সবাইকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে সময় নিয়ে বেশ কষ্টে ওদের শান্ত করি। ওদের বলি আমি আছি তোদের সাথে মরা দেখা আর দুর্গন্ধ আমার সয়ে গেছে। তোরা ভয় পাছ নে। আমি একটা গামছা পরে মাজা পানিতে নেমে পরি। নৌকায় বাঁশের মাচাল পানির মধ্যে সুশান্তর ভাসমান দেহের তল দিয়ে মাচালের একমাথা নিজে ধরি আরেক মাথা বিজুর সহায়তায় সুশান্তকে নৌকায় উঠাই। ওর মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল বিধায় তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। ওর ডান হাতের আঙ্গুলগুলোও ক্ষতবিক্ষত ছিল বাকি সারা গা-ই ছিল অক্ষত। নৌকায় তোলার সাথে সাথে বিজু শনাক্ত করে বলে "হ্যা দাদা এটাই সুশান্তর দেহ। ওর মাজায় তখনও একটা গামছা পেচাঁনো ছিল "সেই গামছা পরেই সে স্নান করতে ছিল বিজু বলে উঠে। সুশান্তর রং ছিল শ্বেতবর্ণ। ওকে যেন আগের চেয়েও আমার কাছে অনেক ফর্সা সুন্দর মনে হলো। ওর দেহের বাকি অংশ ছিল অক্ষত। সবাই যখন সন্দেহাতীত তখন আমি নিজে ওর বাহুর উপরি ভাগের একটা চিহ্ন সনাক্ত করি যা ছিল ছোট বেলায় গাছ থেকে পড়ে ভেঙ্গে কিঞ্চিত বাঁকা। আমার খুব জানা ছিল কারণ ওর চিকিৎসা মেডিকেল কলেজের জনৈক অর্থোপেডিক প্রফেসর করেছিলেন। আমি ছিলাম তাঁর সহকারী। আঘাতের কারণে সত্যিই দেখি ওর ঘাড়টা ঘুরে গিয়ে মচকানো। গলার চতুর্পাশে রক্ত জমাট বাঁধা মেডিকেল পরিভাষায় হেমাটোমা। এইবার সুশান্তর দেহ বহন করে প্রচণ্ড খড়স্রোতা খাল ও নদীর দীর্ঘ পথ পারি দিয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়াটাই ছিল আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। আশ্বিন কার্তিক মাস ছোটদিন। গোধূলিলগ্নে রওয়ানা দিয়ে, ওর দেহ খোঁজ করে বের করা; ওকে নৌকায় তুলে শনাক্ত করতে করতে ঘটনাস্থলেই আমাদের রাত নয়টা বেজে গেলো। তারপর দীর্ঘপথ প্রচণ্ড স্রোতের বিপরীতে বইঠা বেয়ে দেহ মন ক্লান্তির মাঝে সুশান্তর মরদেহ গোল্লার তৎকালীন বউবাজার ঘাটে পৌঁছাতে আমাদের সময় তখন রাত দুইটা। ঘাটে পৌছার সাথে সাথে সমগ্র গ্রাম জানতে পারে সুশান্তকে পাওয়া গেছে তবে জীবিত নয় তার মরদেহ। তৎক্ষণাৎ গ্রামের ছেলেরা ঐ রাতে কবর খুঁড়ে সৎকারের উদ্দেশে সমাধি প্রস্তুত করে। কয়েকজন যায় সুশান্তর বড় ভাই রতনকে ডেকে এনে ভাই সুশান্তকে শনাক্ত করার লক্ষ্যে। শুধু ওর মা আর তার নানীকে ঐরাতে কিছু বলা হলো না। পরের দিন সকাল নয়টায় নানী আর ওর মাকে সরাসরি গির্জায় নিয়ে সুশান্তকে শেষবারের মত দেখানো হয়। এলাকায় সবার প্রিয় সুশান্তকে শেষ বারের মত দেখতে এসে আশেপাশের গ্রামের কয়েকশ লোকের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়।

আমি সামনে গিয়ে নানীকে সান্ত্বনার বাণী দিয়ে বলি "নানী তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তা রক্ষা হয়েছে বিধায় পরমকরুনাময় ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ।

তরুণ সুশান্তর জীবনের অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনাটি দীর্ঘদিন মনে একটা অস্বস্তি কাজ করেছে। প্রতিদিন কত উদীয়মান তরুণদের নানান কারণে অকাল মৃত্যুতে কত পরিবার যে হয়ে যাচ্ছে অসহায় নিঃস্ব। আমাদের সমাজ, দেশ বঞ্চিত হচ্ছে তাদের ভবিষ্যত চমৎকার কর্মযজ্ঞ থেকে। কাছে থেকে দেখা উদীয়মান তরুণ সুশান্তকে এই হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনায় হারিয়ে বার বার তাই মনে হয় আজোবধি।

পরিশেষে একটি কথা না বললেই নয়, সেদিন সুশান্ত নামে যে উজ্জ্বল তরুণের মরদেহ চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে খুঁজে বের করা, শনাক্ত করা, গলিতদেহ নৌকায় করে দীর্ঘপথ প্রচণ্ড স্রোতের বিপরীতে শিশুসম যোদ্ধাদের ক্লান্ত শ্রান্তদেহে বহু কষ্টে শেষবারের মত নিকট আত্মীয়জন এবং অন্য সবাইকে দেখিয়ে ধর্মীয় পবিত্র বিধানের মধ্যস্থতায় সমাধিস্থকরণে ওরই সহপাঠী বন্ধু বিজু নামে যে সাহসী অকুতোভয় তরুণ সারাক্ষণ পাশে থেকে অদম্য এক ভূমিকা পালন করেন তিনি আর কেহই নন তিনি বাংলাদেশের কাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু, পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই। মহামান্য আর্চবিশয়ে আপনি সারাজীবন অকুতোভয় থাকুন, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি॥ (সমাপ্ত)

রাজধানী ঢাকার প্রাণ কেন্দ্রে বাড়ীসহ জমি বিক্রয় হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৭৫৮১৯৭৭৬৯
বিজ্ঞ/২৭১/২১

‘সকাল বেলা তোমার কাছে’ গানের স্বরলিপি

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

প্রভু পরমেশ্বরের দয়ায় আমার জীবনের এক পর্যায়ে নতুন নতুন গান হৃদয়ে এসেছে, আর আমি চেষ্টা করেছি তা স্বরলিপি সহ বিভিন্ন গ্রন্থে ধরে রাখতে (যেমন- ‘তোমাকেই ডাকি’ ‘তুমি ন্যায়বান প্রভু’ ‘আমার প্রাণের সামগীত’ প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)। কিছু গান আমার অডিও ক্যাসেটে ও সিডিতে ও রেকর্ড করা হয়েছে (যেমন-‘জাগরনী, ‘আমার ভাষার জন্যে’,ও ‘আমার প্রাণের সামগীত’ প্রথম খন্ড থেকে ১৪ টি গান)। আমার কিছু গান বড়দিনের গীতি-নকশায়, বাংলাদেশ বেতারের চট্টগ্রাম শাখা থেকেও প্রচারিত হয়েছে।

আমার কলেজ জীবনের প্রথম ধর্মীয় গান গুলো (যেমন- ‘হে ভগবান ডাকি তোমায়’, ‘উঠেছেন, আজি প্রভু যিশু’, ‘পরমেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয়, ইত্যাদি) The Oriental Institute এর “Academy of Oriental Music”, সাগরদি, বরিশাল থেকে সেই ষাট দশকেই স্বরলিপি সহ প্রকাশিত হয়ে, বিভিন্ন ধর্ম প্রদেশে (Diocese) পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আর অনেক গান প্রতিবেশী প্রকাশনীর ‘গীতাবলী’র’ বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে আসছে। কিছু গান চার্চ অব বাংলাদেশের ‘উপাসনা সংগীত’ গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়েছে।

এখনকার “Social Media Post” এর যুগে এসে আনন্দের সাথে শুনতে পাই ইন্টারনেটের বিভিন্ন মাধ্যমে আমার অনেক দিন আগে রচিত ও সুরারোপিত কিছু গান। এই সব গান বিভিন্ন গায়ক গায়িকার সুমধুর কণ্ঠে ও তার সাথে মন জুড়িয়ে দেওয়া সুচিন্তিত যন্ত্র সঙ্গীতের রেশে বেশ ভালই লাগে। এই গান ভালবেসে তারা যে প্রভুর গৌরব কীর্তন করছে এর জন্যে তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্বাদ।

তবে কোনো কোনো গানের বেলায় লক্ষ্য করেছি সুরের খানিকটা পরিবর্তন বা গানের বিকৃতি। আবার কেউ কেউ গানগুলো পরিবেশন করছেন রচয়িতা ও সুরকারের নাম না দিয়েই। তাই তাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ তারা যেন এ দিকেও খেয়াল রাখেন এবং প্রতিটি গানের কথা (lyric) রচয়িতার ও সুরকারের নামটিও উল্লেখ করেন।

এবারে আসি ‘সকাল বেলা তোমার কাছে’ গানটি সম্পর্কে। এই গানটি আমার প্রথম স্বরলিপি সহ ধর্মীয় গানের বই “তোমাকেই ডাকি’র” সর্ব প্রথম গান। ওই গ্রন্থটি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে, মার্চ মাসে, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে রয়েছে পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি মহোদয়ের অমূল্য শুভেচ্ছাবাণী। বহুল প্রচারিত “গীতাবলীতে” এই গানটি ৪০ বছরেরও অধিক সময় ধরে বিভিন্ন সংস্করণে প্রকাশিত হয়ে আসছে। আর বহু দশক ধরেই চট্টগ্রামের St. Scholastica’s Convent School এর ছাত্রীরা এই গানটি প্রতিদিন একত্রে গেয়ে ক্লাস শুরু করে। এর জন্য শ্রদ্ধা জানাই ও প্রশংসা করি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও সিস্টারগণদের। তাদের জন্যেই গানটি আরো পরিচিতি লাভ করেছে।

গানটি ‘আমার ভাষার জন্যে, সিডিতেও আমার ভাইবোনদের নিয়ে, ২০০২ খ্রিস্টাব্দে রেকর্ড করেছিলাম।

নিম্নে “তোমাকেই ডাকি” গ্রন্থ থেকে গানটির স্বরলিপি দেওয়া হলো।

সকাল বেলা

কথা ও সুর : বার্থলমিয় সাহা

সকাল বেলা তোমার কাছে
এই মিনতি প্রভু
দিবস আমার তোমায় ছাড়া
যায় না যেন কভু।

১। আমার সকল কাজে
আমার ভয়ের মাঝে
আমার সুরে গানে
আমার সকল ধানে
তুমিই থেকো শুধু
এই মিনতি প্রভু।

২। জীবন যখন দুর্বিষহ
ক্লান্ত করে দায়িত্ব মোর
সম্মুখে রয় আঁধার শুধু
স্তব্ধ ঘন ঘোর
আমার তুমি শক্তি দিও
এই মিনতি প্রভু॥

তাল : দাদ্‌রা

][সা	গা	পা	গা	সা	।	সা	রা	গরা	সা	ধ্া	।
স	কা	ল্	বে	লা	০	তো	মা	০র্	কা	ছে	০ ॥
ধ্া	।	সা	ধ্া	প্া	।	ধ্া	সা	।	।	।	।
এ	ই	মি	ন	তি	০	প্র	ভু	০	০	০	০
গা	পা	।	ধা	পা	।	গা	পা	।	ধা	পা	।
দি	ব	স্	আ	মা	র্	তো	মা	য়্	ছা	ড়া	০
গা	।	পা	গা	রা	সা	রা	গা	।	।	।	।][
যা	য়্	না	যে	ন	০	ক	ভু	০	০	০	০
][পা	পা	।	পা	পা	।	পা	ধা	।	।	।	।
আ	মা	র্	স	ক	ল্	কা	জে	০	০	০	০
ধা	ধ	।	র্সা	ধা	।	পা	গা	।	।	।	।
আ	মা	র্	ভ	য়ে	র্	মা	ঝে	০	০	০	০

পা	পা	া	পা	পা	া	পা	ধা	া	া	া	া
আ	মা	র্	সু	রে	০	গা	নে	০	০	০	০
ধা	ধা	া	র্সা	ধা	া	পা	গা	া	া	া	া
আ	মা	র্	স	ক	ল্	ধ্যা	নে	০	০	০	০
গা	গা	া	রা	সা	া	রা	গা	া	া	া	া
তু	মি	০	থে	কো	০	শু	ধু	০	০	০	০
ধ্া	া	সা	ধ্া	প্া	া	ধ্া	সা	া	া	া	া II
এ	ই	মি	ন	তি	০	প্র	ভু	০	০	০	০
II{ গা	গা	া	গা	গা	া	পা	া	পা	পা	প	া
জী	ব	ন্	য	খ	ন্	দু	র্	বি	ষ	হ	০
ধা	া	ধা	ধা	ধা	া	র্সা	ধা	া	পা	গা	া }
ক্লা	ন্	ত	ক	রে	০	দা	য়ি	০	তৃ	মো	র্ }
পধা	ধর্সা	র্সা	র্সা	র্সা	া	র্রা	র্সা	া	ধা	পা	া
স০	০ম্	মু	খে	র	য়	আঁ	ধা	র্	শু	ধু	০
ধা	া	পা	গা	রা	া	গা	া	া	া	া	া
স্ত	ব্	ধ	ঘ	ন	০	ঘো	০	০	০	০	র্
সা	সা	া	সা	সা	া	সা	রা	সা	ধা	প্া	০
আ	মা	য়	তু	মি	০	শ	ক্	তি	দি	ও	০
ধ্া	া	সা	ধ্া	প্া	া	ধ্া	সা	া	া	া	া
এ	ই	মি	ন	তি	০	প্র	ভু	০	০	০	০

তিনটি স্বপ্ন একটি মৃত্যু

মাস্টার সুবল

ঘুমের ঘোরে অচেতন অবস্থায় মানুষ যা দেখে তাকেই বলা হয় স্বপ্ন। অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন। স্বপ্নদর্শন মানুষের কোন নেশা বা পেশা নয়। ডাক্তারের কাছে জেনেছি, বিভিন্ন ধরণের স্বপ্ন দর্শন মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থারই ফল। আমার বিশ্বাস, স্বপ্নদর্শন মানুষের উপর প্রভু পরমেশ্বরের একটি অতিরিক্ত বিশেষ দান। স্বপ্নদর্শন ভাল বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল উভয়ই হতে পারে। ভাল বা মঙ্গল স্বপ্ন দর্শনটা গ্রহণ করে, মন্দ বা অমঙ্গল স্বপ্ন দর্শনটা আমাদের পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। রাজা হেরোদের কাছ থেকে শিশুযিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য তিন পন্ডিত শিশু যিশুকে সোনা, ধূপধুনো ও গন্ধ নির্যাস উপহার দেবার পর স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তারা হেরোদের কাছে না গিয়ে অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন। তিন পণ্ডিত চলে যাবার পর প্রভুর দূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, উঠ, শিশুটিকে ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও, তাই যোসেফ উঠে সেই রাতেই শিশুটি ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন।

বলতে চাই, আমি আমার এ জীবনে অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভাল বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল এরকম বিভিন্ন ধরণের শত শত নয় হাজার হাজার স্বপ্নদর্শন পেয়েছি আর পেয়ে যাচ্ছি। অনেক স্বপ্নে সফলতা পেয়েছি এবং মঙ্গলও লাভ করেছি। যা একমাত্র ঈশ্বরপ্রভুই জানেন। ঈশ্বরপ্রভুর কাছ থেকে যদি আরো দয়া ও করুণা লাভ করি তাহলে, আমার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নদর্শনগুলোর মঙ্গল ও সফলতাগুলো কাগজের পাতায় লিখে পৃথিবীকে দান করে যাব। পৃথিবী ধ্বংসের পর শেষ হয়ে যাবে ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবীর সমস্ত কর্মকাণ্ড। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রাক্তন সম্পাদক ফাদার কমল কোড়াইয়ার সময়কালে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলাম সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর প্রশ্ন বিভাগে আমার স্বপ্নদর্শন নিয়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সুন্দর অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রতিবেশীতে লিখার মাধ্যমে আমাকে জ্ঞানদান করেছিলেন।

এখন আসি মূল কথায়। আমার এবং ফাদার তিমন গমেজের পরিবারের বসবাস যুক্ত ভিটায় নিকটবর্তী ঘরে। ফাদার তিমনের মা অনীতা গমেজ গুরুতর রোগে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে মে মাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ পর পর তিন সপ্তাহে স্বপ্নে দর্শন পাই ফাদার তিমনের উঠানে অনেক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং প্রতিবেশীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে খ্রিস্টযাগ অর্পন করছেন। এ ঘটনায় আমি অনুভব করি হয়তো শীঘ্রই ফাদার তিমনের মায়ের কাছে ঈশ্বরের ডাক আসবে। স্বপ্ন দর্শনের এ ঘটনা তৃতীয় সপ্তাহেই ফাদার তিমনের বাবা রঞ্জন গমেজকে অবহিত করি। আর চতুর্থ সপ্তাহে ২৮ মে খ্রিস্টবর্ষে অনুমান রাত ১০ টায়, ফাদার তিমনের সামনে, তার বাবার হাতের তালুর উপর মাথা রেখে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। ঐ সময় আমিও সেখানে ছিলাম। পরদিন ২৯ মে খ্রিস্টবর্ষে বিকালে বাজনা বাজিয়ে মরদেহ তুমিলিয়া মিশনে নেয়া হয়। বিকাল ৪টায় অনেক ব্রাদার, সিস্টার আর খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে বেদীর সামনে মরদেহ রেখে আমার গণনায় ২২ জন ফাদার যুক্তভাবে খ্রিস্টযাগ অর্পণ শেষে, অল্প স্মৃতিচারণের পর মরদেহকে কবরে সমাহিত করা হয়। প্রার্থনা করি, ফাদার তিমনের মায়ের আত্মাকে ঈশ্বরপ্রভু যেন অনন্ত শান্তি প্রদান করেন, আর পরিবারের সবার মঙ্গল করেন॥ ৯

এক প্যাকেট তাস

ফাদার আবেল বি রোজারিও

আমরা অনেকেই তাস দেখেছি, তাস খেলতে দেখেছি, নিজেরাও অনেকে তাস খেলেছি। আমি সেমিনারীতে থাকাকালে এবং ফাদার হবার পরেও অনেকবার তাস খেলেছি। বিভিন্ন ধরনের তাস খেলা আছে- ২৯ বা ম্যারিজ, ব্রিজ, উনো, রং বা নাম্বার মিলানো ইত্যাদি। তাস খেলায় আনন্দ, তৃপ্তি আছে, আছে অবসর সময় কাটানোর সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু আনন্দ, বিনোদন ছাড়াও তাসের মাধ্যমে যে ধ্যান-প্রার্থনা করা যায়, তা কি কেউ কখনো ভেবে দেখেছেন? এই কৌশলটাই আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করছি।

তাসের মধ্যে একটা A বা টেক্কা বা এক। এই এক তাসটা হাতে নিয়ে আমি স্মরণ করি বা ধ্যান করি ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, স্বর্গমর্তের স্রষ্টা। তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। কার্ডটা রেখে ২ নম্বর কার্ডটা হাতে নেই। এই ২ নম্বর কার্ড বা তাস আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় পবিত্র বাইবেলে ২টা অংশ আছে পুরাতন সন্ধি ও নূতন সন্ধি। একটু ধ্যান করে ৩ নম্বর কার্ডটা তুলে ধরি। ৩ নম্বরে আমার স্মরণ হয় এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা অর্থাৎ পবিত্র ত্রিত্ব। তিন ব্যক্তিতে তিন ঈশ্বর নন, তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর। তারপর ৪ নম্বর কার্ড। এখানে আমি ধ্যান করি মঙ্গলসমাচার রচয়িতা চার মহান সাধু ব্যক্তি-মথি, মার্ক, লুক ও যোহন। এদের অবদান আমরা কখনো ভুলতে পারবো না।

৫নং কার্ড স্মরণ করিয়ে দেয় পবিত্র বাইবেলে বর্ণীত ৫ জন বুদ্ধিমতি কুমারী ও ৫ জন নির্বোধ কুমারীর কহিনী। বুদ্ধিমতি কুমারীরা প্রদীপের সাথে তেলও আনলো আর নির্বোধ কুমারীরা সঙ্গে তেল আনলো না। এই উপমাটি আমরা জানি। আমরা যেন বুদ্ধিমতি কুমারীদের মত হই।

৬নং কার্ড এখানে ধ্যানের বিষয় হলো ঈশ্বর ৬ দিনে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করলেন, বিশ্বের সমস্ত কিছু তিনি সৃষ্টি করলেন। প্রতিদিন সৃষ্টির পর তিনি সৃষ্টির দিকে তাকালেন বেশ ভালোই হয়েছে।

৭নং কার্ড এই তাসটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে যিশুখ্রিস্ট মানবজাতির কল্যাণে সাতটা সংস্কার বা সাক্রামেন্ত স্থাপন করেন- দীক্ষাস্নান, পাপস্বীকার, হস্তার্পণ, খ্রিস্টপ্রসাদ, যাজকবরণ, বিবাহ ও রোগীলেপন।

৮নং কার্ড এখানে স্মরণ করি সেই মহাপ্লাবনের ঘটনা যা মনে করলে শরীর শিহরিয়া উঠে। মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল। নোহের জাহাজে মাত্র ৮জন ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গেল নোহ ও তার স্ত্রী, তার ৩ ছেলে ও ছেলে বউ।

৯নং কার্ড এখনে পবিত্র বাইবেলের একটা সুন্দর ঘটনা ধ্যান করি। যিশু একবার ১০ জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করলেন। এদের মধ্যে মাত্র একজন ফিরে এসে যিশুকে ধন্যবাদ দিল। বাকি নয়জনই হলো অকৃতজ্ঞ, তারা আর ফিরে এসে যিশুকে ধন্যবাদ দিল না। আমরা যেন কখনো অকৃতজ্ঞ না হই।

১০ নম্বর তাস। প্রবক্তা মোশী একবার সিনাই পর্বতে ৪০ দিনরাত কাটালেন। তারপর ঈশ্বর মোশীকে ২ টা প্রস্তর ফলকে দশ আজ্ঞা (ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা) দান করেন। ১০ নম্বর তাস এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা নিশ্চয়ই এই দশ আজ্ঞা মুখস্থ জানি।

তারপর তাসের বান্ডিলে রয়েছে একটা রাজা king প্রভু যিশুখ্রিস্ট হলেন আমাদের রাজা, স্বর্গমর্তের রাজা, তিনি হলেন রাজাধিরাজ। খ্রিস্টরাজার পার্বণ আমরা মহাসমারোহে পালন করি আগমন কালের ঠিক পূর্বের রোববারে। এছাড়াও যখন ধর্মপল্লীতে সাক্রামেন্তীয় শোভাযাত্রা হয়, তখন আমরা প্রকাশ্যে যিশুখ্রিস্টকে রাজারূপে সম্মান প্রদর্শন করি।

এরপর তাসের বান্ডিলে রয়েছে একটা রাণী বা queen মা মারীয়াকে আমরা বিভিন্নভাবে সম্মান প্রদর্শন করি যেমন ফাতেমা রাণী, লুর্দের রাণী, জপমালা রাণী ইত্যাদি। ২২ আগস্ট আমরা পালন করি স্বর্গের রাণী মা মারীয়ার পার্বণ।

তাসের প্যাকেটে আরও একটা তাস আছে জ্যাক jack জ্যাক হলো স্বর্গবাহিনীর প্রতীক। স্বর্গে অগণিত দূতবাহিনী আছে। আমাদের প্রত্যেকের জন্য একজন দূত নির্দিষ্ট করে রাখা আছে, যাকে আমরা বলি রক্ষীদূত। এই রক্ষীদূতদের পার্বণ আমরা পালন করি ২ অক্টোবর। রক্ষীদূতের কাজ হলো আমাদের রক্ষা করা, পাপ থেকে রক্ষা করা, সৎপথে পরিচালনা করা যেন আমরা মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারি।

অবশেষে রইলো জোকার Joker শয়তান, অপদূতের প্রতীক। জোকার তাসটি হাতে নিলেই মনে হয় শয়তান ও নরক। শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করে আমাদের পাপের পথে নিয়ে যেতে, নরকে নিয়ে যেতে। পবিত্র বাইবেলে আমরা এই শয়তান বা অপদূতের উল্লেখ পাই। যিশুও বহুবার অপদূত তাড়িয়েছেন।

তাসে আরও রয়েছে চারটা ভাগ বা চার প্রকার তাস- হরতন, রুইতন, ইসকাপন ও হার্ট। এই চার রকম তাস স্মরণ করায় যে প্রতি মাসে ৪টা সপ্তাহ আছে অর্থাৎ ৪ সপ্তাহে এক মাস। একটা পূর্ণ তাসের প্যাকেটে থাকে ৫২ টি তাস এবং ৫২ সপ্তাহে এক বছর।

তাহলে দেখা যাচ্ছে তাস দিয়ে শুধু খেলাই করা যায়, তা নয়। এক প্যাকেট তাস দিয়ে খুব সুন্দর ধ্যান প্রার্থনা করা যায়॥ ৯

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

উর্বশী পেরেরা
৫ম শ্রেণি

খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড) গ্রন্থদ্বয়ের মোড়ক উন্মোচন ও মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র জন্মোৎসব পালন অনুষ্ঠান

সুনীল পেরেরা □ গত ১ অক্টোবর শুক্রবার, পড়ন্ত বিকেলের মনোরম পরিবেশে সীমিত পরিসরে ঢাকার সিবিসিবি মিলনায়তনে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি মহোদয়ের লেখা খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড) গ্রন্থ দু'টির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, জাতীয় সংসদ সদস্য এড. ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকার এমপি, লেখক সাংবাদিক সঞ্জীব দ্রং, কর্ণেল (অব) যোসেফ অনীল রোজারিও। দিনটি ছিল ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্বদিন। এই পবিত্র দিনটিই মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়ের ৭৮ তম শুভ জন্মদিন। অনুষ্ঠানটি অনারম্ভর ভাবে পালিত হলেও এর মধ্যে ছিল হৃদ্যতা, ছিল অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনিন্দ্য পরশ। এই শুভক্ষণে কার্ডিনাল মহোদয়ের পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার তুষার গমেজ। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়ের গ্রন্থ দু'টি সিবিসিবি সেন্টারে প্রকাশ করা অত্যন্ত গৌরবের। এরপর খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্পাদক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু ভিডিও ক্লিপ্স এর মাধ্যমে গ্রন্থ দু'টির সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের প্রেক্ষিত: চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ডাইয়োসিস। চট্টগ্রাম ডাইয়োসিস ১৯৯৫-২০১০ এবং রাজশাহী ডাইয়োসিস ১৯৯০-১৯৯৫ এর ধর্মপাল থাকাকালীন সময়ে যে সমস্ত 'বক্তব্য ও রচনা' সংগৃহীত করা হয়েছে তার মোট সংখ্যা ৪০টি। দ্বিতীয় গ্রন্থটির প্রেক্ষিত: ঢাকা আর্চডাইয়োসিস। ঢাকা আর্চডাইয়োসিসের ধর্মপাল থাকাকালীন সময়ে (২০১১-২০২০) যে সমস্ত 'বক্তব্য ও রচনা' লেখা হয়েছে তার মোট সংখ্যাও ৪০টি। এই লেখাগুলি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে বিষয়গুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে। ফাদার বুলবুল বলেন, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস, পথচলার দিক নির্দেশনা জানতে এই গ্রন্থ দু'টি অত্যন্ত সহায়ক হবে। এরপর গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি তার বক্তব্যে বলেন, অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের বিষয় যে, আমরা মহামান্য আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও'র মাধ্যমে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রথম কার্ডিনাল পেয়েছি। তিনি তার কর্মজীবনে বহু মূল্যবান বক্তব্য ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আমাদের পথচলার জন্য। তিনি দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার আলোকে মণ্ডলীকে পথচলার নির্দেশনা দিয়েছেন। এই গ্রন্থ দু'টি পাঠে আমরা অনেক উপকৃত হবো। গ্রন্থ দু'টির লেখক, সংকলক কার্ডিনাল মহোদয় বলেন, খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ডের ৮০টি বক্তব্য ও রচনা ৩০ বছরের শ্রমের ফসল। মূল প্রেরণা দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা। উদ্দেশ্য হলো- খ্রিস্টমণ্ডলী যেন আপন পরিচয় ও মিশন সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এর নির্দেশনা এই যে, মণ্ডলী যেন সিনড-বিশিষ্ট মণ্ডলী হয়ে ওঠে। এর অর্থ একসাথে পথচলা। মণ্ডলীর বিশপগণের সাথে পরস্পরের সাথে এবং মণ্ডলীর প্রধান পোপের সাথে একসঙ্গে পথচলা। মূল বিষয় বিশ্বজনীন মণ্ডলী ও স্থানীয় মণ্ডলী গঠন। লেখক, সাংবাদিক সঞ্জীব দ্রং কাব্যের ভাষায় কার্ডিনাল মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যেন তাঁর কর্মময় জীবন আরও সুদীর্ঘ হয়। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এড. ঝর্ণা গ্লোরিয়া সরকার এমপি। তিনি বলেন, এই মহতী দিনটি অত্যন্ত আনন্দের, গৌরবের ধন্যবাদের ও কৃতজ্ঞতার। পিতা-মাতা যেমন সন্তান পেলে আনন্দিত হয়, তেমনি আমরাও আনন্দিত ও গর্বিত একজন কার্ডিনাল পেয়ে। তিনি আজকে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের একজন সহযোগি হয়ে কাজ করছেন, এটা মণ্ডলীর জন্য এবং বাংলাদেশের জন্যও গর্বের। অবসরপ্রাপ্ত বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি বলেন, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে দীর্ঘকাল আমি মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয়ের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা একসাথে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, চিন্তাভাবনা করি তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কার্ডিনাল মহোদয়ের কাছে থেকে আজও মণ্ডলীর জন্য কাজ করে যাচ্ছি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেমস গমেজ। সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে জলযোগের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ

এডওয়ার্ড হালদার □ গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার, স্বাস্থ্য সেবা কমিশন দিনব্যাপী 'পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণের' আয়োজন করেন। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা ধর্মপল্লীর, নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর সাব-সেন্টারে। মোট ৭৪ জন এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, পালক-পুরোহিত নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লী। "সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে ভাই-বোন সকলের অংশগ্রহণ" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে সহভাগিতা করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি' কস্তা সিএসসি। পরিবেশ সংরক্ষণ, পানি ও স্যানিটেশন এবং কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও সহায়তা প্রদান বিষয়ে ৭টি দলে বিভক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

হয়। দলীয় আলোচনা শেষে দল ভিত্তিক উপস্থাপনা করা হয়। তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে ওয়ার্ড ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন অংশগ্রহণকারীগণ। তারা বলেন আমাদের বসতবাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গাছ রোপন করব। দিন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করেন। প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্য সেবা কমিশনের সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে সিস্টার মেরী লাকী গোমেজ এলএইচসি প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

চুনারুঘাট বেগম খান চা বাগানের নাট্য মন্দিরে কারিতাসের 'সমন্বিত সমাজ' বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ■ কারিতাস সিলেট আঞ্চলিক অফিসের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়ন কেন্দ্র (ডিসিসিডি) সমতা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার সকাল ১০টায় চুনারুঘাট বেগম খান চা বাগানের নাট্য মন্দিরে চান্দপুর, চন্ডি, আমু, ভেলাবিল, রামগঙ্গা, কাফাই, লস্করপুর, দেওন্দি এবং বেগম খান চা বাগানের স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া যুবক যুবতী, স্বাস্থ্যকর্মী, বাগান সভাপতি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বেগম খান চা বাগানের স্কুল শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটিসহ সর্বমোট ৬০ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে 'সমন্বিত সমাজ' বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে সর্বজনীন প্রার্থনা, পরিচিতি ও সেমিনারের উদ্দেশ্য সহভাগিতা করেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা, জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা, এসডিডিবি প্রকল্প, কারিতাস সিলেট অঞ্চল। একীভূত খেলার মধ্যদিয়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

উপজেলা/জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সরকারী সেবার ধরণ ও সেবা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে সহভাগিতা করেন জনাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, হবিগঞ্জ। তিনি তার বক্তব্যে বলেন- 'বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। দেশ প্রেম ও সৎ ইচ্ছার অভাবে সেবা পাওয়ার উপযোগী ব্যক্তি বা শ্রেণী রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতির কারণে সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে আরও সচেতন ও উদ্যোগী হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান করেন। ইউনিয়ন ও উপজেলা সরকারি অফিসগুলোতে আমাদের যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করতে হবে।'

এরপর বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা পদ্ধতি, প্রতিবন্ধিতা কি? প্রতিবন্ধিতা হওয়ার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, পরিবার ও সমাজে প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা প্রদান এবং অত্র এলাকায় মাদকের ব্যবহার, বিক্রয়, মাদকের ভয়াবহতা এবং যুব সমাজের দায়িত্ব এবং করণীয় সম্পর্কে সহভাগিতা করেন লুটমন এডমন্ড পড়ুনা। কারিতাস পরিচিতি তুলে ধরেন স্বপন নায়েক, অতঃপর উন্মুক্ত আলোচনার মধ্যদিয়ে অধিপরামর্শ সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়॥

সেন্ট যোসেফ্স ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন

নিকোলাস বিশ্বাস ■ গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা এর উদ্যোগে ও সহযোগিতায় এবং সেন্ট যোসেফ্স ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর আয়োজনে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ মাইকেল এ.ডি. রোজারিও অডিটোরিয়ামে কাথিড্রাল ধর্মপল্লীর ১২০জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে ধর্মপল্লীর যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত সম্মেলনের মূলসুর ছিল, "উঠে দাঁড়াও, তুমি যা

দেখছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।" *(শিষ্যচরিত - ২৬:১৬)* মূল বিষয়টি নিয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস এবং বর্তমান যুবাদের নৈতিকতার দায়িত্ব নেবে কে? এবং এশীয় যুবাদের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন ফাদার নরেন জে. বৈদ্য। সেই সাথে যুব কমিশনের সার্বিক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন নিকোলাস উজ্জ্বল হালদার, অফিস সহকারী, ধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশন, খুলনা ও বিসিএসএম এর কার্যক্রম সম্পর্কে সহভাগীতা করেন সৌরভ সাহা। যুব দিবসটি আরও সুন্দর ও সার্থক করতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। পরবর্তীতে দুপুরের আহার, বিসিএসএম সহভাগিতা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সারাদিন ব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। সম্মেলনটির সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন ফাদার যাকোব এস. বিশ্বাস, রবিন সরকার, বিসিএসএম সেন্ট যোসেফস ইউনিট, সিস্টারগন ও HI- 5 গ্রুপ(হাই-ফাইভ)॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজকে সংবর্ধনা প্রদান

রিজেন্ট তন্ময় কস্তা ￼ গত ২৮ আগস্ট, ২০২১খ্রিস্টাব্দ ছিল জাফলং ধর্মপল্লীবাসীর জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি দিন। কারণ ঐ দিন সিলেট ধর্মপ্রদেশের নব নিযুক্ত ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ জাফলং সেন্ট প্যাট্রিক ধর্মপল্লীতে প্রথম পালকীয় সফরে আসেন। এজন্য ধর্মপল্লীবাসী ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২৮ আগস্ট বিকেল ৪:৩০ মিনিটে বিশপ মহোদয় জাফলং এ আসেন, আর এ সময়ে বিশপ মহোদয়কে ফুলের মালা ও গানের মধ্যদিয়ে স্বাগতম জানানো হয়। এরপর বিশপ মহোদয় এবং ভক্তজনগণ গির্জার ভেতরে প্রবেশ করে কিছু সময় প্রার্থনা করেন ও পরে বিশপ সবাইকে আশীর্বাদ প্রদান করেন। এরপর চা-বিরতির পর বিশপ মহোদয়, ফাদারগণ ও কিছু ভক্তজনগণ পুঞ্জিগুলো পরিদর্শন করে ভক্তজনগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁদের আশীর্বাদ প্রদান করেন।

২৯ আগস্ট রবিবার বিভিন্ন পুঞ্জি থেকে ভক্তজনগণ ধর্মপল্লীতে আসতে থাকেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ আরম্ভ করা হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে বিশপ মহোদয় প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানান সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য। তিনি বলেন, আমরা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ পেয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ঈশ্বর আমাদের সব কিছু প্রতিনিয়ত দিয়ে যাচ্ছেন। তাই আমাদেরও উচিত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো।

খ্রিস্টযাগের পরেই ধর্মপল্লীর অডিটরিয়ামে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং কারিতাস সিলেট এর আঞ্চলিক পরিচালক বনিফাস খংলাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সিনরেম ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ধর্মপ্রদেশের উন্নতিকল্পে সকলকে কাজ করতে বলেন। কারিতাস সিলেট অঞ্চলের পরিচালক বনিফাস খংলা বলেন যে, আমরা যেন নিজেদেরকে দক্ষ এবং দূরদর্শী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি। আর আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়, তাই আমরা যেন সব সময় প্রস্তুত থাকি এবং ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলি।

পরিশেষে, ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং সকলে দুপুরের আহার গ্রহণ করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ওয়েলকাম লম্বা। উল্লেখ্য বিভিন্ন পুঞ্জি থেকে প্রায় ২০০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন॥

১০৭তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস উদ্‌যাপন-২০২১

লিটন গমেজ ডিএম ￼ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার, কারিতাস ঢাকা অঞ্চলে ১০৭তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উক্ত দিবস এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হওয়ার লক্ষ্যে আমরা -Towards an ever wider we. দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানটি সকাল ৮:৩০ মিনিটে আগস্টিন মিন্টু হালদার এর সর্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিস, কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের অধীনে কর্মরত সকল প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং সরকারি- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ অতিথিবৃন্দদের নিয়ে ৯২ জন অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে অনলাইন ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। শুরুতে জ্যোতি গমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ও অনুষ্ঠানের সভাপতি সকলের উদ্দেশে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন ও স্বাগত বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে ওয়েবিনারের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১০৭তম বিশ্ব অভিবাসী ও শরণার্থী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ফাদার কাঁকন কোড়াইয়া। তিনি বলেন আমরা সকলে 'আমি'/'আমার' বলতে খুবই অভ্যস্থ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীটা ঘনীভূত, মনে রাখতে হবে আমরা সবাই সবার জন্য এ বিষয়টি আমাদের অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজন।

দিবসের তাৎপর্য এবং অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা ও দায়িত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব শিবলী উজ্জামান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সাভার, ঢাকা। অনুষ্ঠানে অভিবাসীদের বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা সহভাগিতার জন্য বিদেশ/ মধ্যপ্রাচ্য ফেরত ভাই মো: সেলিম ফকির শ্রীপুর, গাজীপুর এবং বোন শামীমা আক্তার, কালীগঞ্জ, গাজীপুর তাদের প্রবাসী জীবন-যাপন, প্রবাসে বসবাসরত অবস্থায় তাদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্মম অত্যাচার, জুলুম, নিপীড়নের বাস্তব কথাগুলো তুলে ধরেন। তারা দু'জনেই তাদের প্রবাস জীবনের দুঃখ ও কষ্টের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি জ্যোতি গমেজ নিরাপদ অভিবাসনের জন্য অভিবাসন সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা, সরকার অনুমোদিত বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করা এবং চাকুরির চুক্তিপত্র ও বিদেশে কাজ করার অনুমতি পত্রে বুঝে শুনে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে বৈধ নিয়মে বিদেশ যাওয়ার জন্য সকলকে সচেতনতা প্রদানের জন্য আহ্বান করেন। পাশাপাশি অবৈধ পথে বিদেশ যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য আহব্বান করেন।

অনলাইন ওয়েবিনার শেষে কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের সকল কর্মীদের অংশগ্রহণে (কোভিড-১৯ এর জন্য সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে) ব্যানারসহ একটি র‌্যালি কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। উক্ত দিবসের অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন লিটন গমেজ এবং ফরিদ আহাম্মদ খান, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল। দিবসটি কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্পের কর্ম এলাকায়ও যথাযথ আয়োজন সহকারে উদ্‌যাপন করা হয়॥

শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের (বড়বনগ্রাম কুচপাড়া), রাজশাহীতে অবস্থিত বাংলাদেশ খ্রিস্টান ক্যাথলিক মিশনারি হলিক্রস ব্রাদারগণ কর্তৃক পরিচালিত **হলিক্রস স্কুল অ্যাণ্ড কলেজে** নিম্ন উল্লেখিত পদে ও শর্তাবলী অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নাম: মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক (পুরুষ/মহিলা) **বয়স :** ৩২ বছর (৩০/৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। **বেতন:** আলোচনা সাপেক্ষে **পদ সংখ্যা: ০৪** বাংলা-০১, ইংরেজি-০১. গণিত-১, সমাজবিজ্ঞান-০১	• যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান পাশ হতে হবে। • অভিজ্ঞ ও বিএড ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • আবেদনকারীকে আদর্শবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।
২) পদের নাম: প্রাক্-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (পুরুষ/মহিলা) **বয়স :** ৩২ বছর (৩০/৯.২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য। **বেতন:** আলোচনা সাপেক্ষে **পদ সংখ্যা: ০৩**	• যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি স্নাতক (সম্মান)/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/সমমান পাশ হতে হবে। • অভিজ্ঞ ও বিএড ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • আবেদনকারীকে আদর্শবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী

১.ক) প্রার্থীর নাম খ) পদের নাম গ) পিতার নাম ঘ) মাতার নাম ঙ) স্বামী/স্ত্রীর নাম চ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা ছ) স্থায়ী ঠিকানা জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) জন্ম তারিখ ঞ) ধর্ম ট) জাতীয়তা ঠ) মোবাইল নম্বরসহ নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা সনদপত্রের ফটোকপি (যদি থাকে) ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীকে সকল সনদের মূলকপি প্রদর্শন করতে হবে।

৪. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে।

৫. কেবল মাত্র সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত (Short listed) প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৬. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৭. আবেদনপত্র আগামি ২১/১০/২০২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সশরীরে/বাহকের মাধ্যমে/ডাকযোগে পৌছাতে হবে/ প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল ঠিকানায়ও আবেদন পাঠানো যাবে।

৮. চারিত্রিক লজ্ঘন বা মাদকদ্রব্য সেবনকারীদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই

৯. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল হবে।

১২. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১৩ প্রার্থীদের নিয়োগ প্রদান করা বা না করার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কতৃর্পক্ষ চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

অধ্যক্ষ
হলিক্রস স্কুল এন্ড কলেজ
রাজশাহী।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা:
খ্রিষ্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্র, ওমরপুর,
ডাকঘর: সপুরা, উপজেলা/থানা: শাহ্মুখদম
জেলা: রাজশাহী।
E-mail-placidrecsc@gmail.com
মোবাইল: +৮৮০১৭৯৮৯৮৯৫২১

বিজ্ঞ/২৪৯/২১

VACANCY ANNOUNCEMENT

A 100% Exporter of Handicrafts is in search of prospective candidate to fill up the following position from November/December 2021.

Sl.	Position	Educational Qualification
01.	Junior Supervisor (Admin. & Procurement)	Honor's/Graduate (any discipline)

1. **Age**: Maximum 40 years.
2. **Experience:** Must be computer literate and have a working minds for procurement of raw materials in Dhaka City &from Outside. Candidate must have experience on driving motorcycle and have a valid driving license.
3. **Salary:** Tk.18000/= (consolidated) 06 (six) months probationary period. The long term benefits will be applicable after confirmation of service.
4. Interested candidates are invited to apply along with CV with 02 passport size photographs and attested copies of National ID card, all educational and experience certificates to 'The Advertiser, GPO Box # 2154, Dhaka-1000' by 21st October 2021.

বিজ্ঞ/২৭২/২১

"শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ।"

আমরা শোকাহত

মা, তোমাকে অজস্র প্রণাম

আমাদের মা শ্রদ্ধেয়া মার্গারেট গোমেজ (লক্ষ্মীবাজার নিবাসী) গত ২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রাত ১১ টায় পরম পিতার ডাকে সারা দিয়ে পরলোকগমন করেন, তিনি অনেকদিন যাবত বার্ধক্য শয্যাগত ছিলেন।

আমাদের মা'র মৃত্যুর পর যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন, তাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ঈশ্বর আমাদের মায়ের আত্মার চির শান্তি দান করুন, আমাদের মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন।

প্রয়াত মার্গারেট গোমেজ
জন্ম: ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: গুইপার বাড়ি, মোলাসিকান্দা, হাসনাবাদ

শোকাহত পরিবারবর্গ

রিপন গোমেজ
টিনা ফেলবিনা কস্তা
রায়ানা মার্গারেট গোমেজ এবং
পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২৭৩/২১

২৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

মরণসাগর পাড়ে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি ।

প্রয়াত জন গমেজ
জন্ম : ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার
মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

তুমি একদিন সকলকে আনন্দিত করে এসেছিলে এই ধরণীতে। আবার একদিন আমাদের সকলকে রাতের অন্ধকারে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে। কখন যে ২৪টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের মনেই হয় না। তুমি চলে গিয়েছ ঠিকই কিন্তু তোমার চিন্তা-চেতনা, তোমার মতাদর্শ, তোমার কীর্তি ও তোমার পথপ্রদর্শন আমাদের যেমন মনে করিয়ে দেয় তেমনি সমাজে অনেকেই তোমাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে এবং তা চিরদিন স্মরণ করবে।

পরিবারের পক্ষে-
স্ত্রী : কানন গমেজ
মেয়ে : লিপিকা গমেজ
বড় ছেলে : রনি ফ্রান্সিস গমেজ
মেজ ছেলে : আলফ্রেড গমেজ
ছোট ছেলে : হিউবার্ট গমেজ

গমেজ বাড়ি, তুলপুর ধর্মপল্লী
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

পৃথিবী হতে ঝরে গেল
স্বর্গে ফুটিবে বলে।

প্রয়াত সিলভেস্টার মৃদুল গমেজ
জন্ম : ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ (সোনাবাজু)
মৃত্যু : ১৯ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ (কুয়েত)

সাত ভাই-বোনের মধ্যে আমাদের সকলের আদরের ভাই মৃদুল গমেজ স্ট্রোক করে কুয়েতে মৃত্যুবরণ করেছে। আমাদের সকলকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পৃথিবীর মোহমায়া ত্যাগ করে পরম পিতার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তার আত্মার চির শান্তির জন্য সকলের নিকট প্রার্থনার অনুরোধ করছি।

ভাই সিলভেস্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে ও পরে যারা সার্বিকভাবে প্রার্থনা ও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের ভাই-বোনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের পরিবারের জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা কামনা করছি।

শোকার্ত ভাইবোনের পক্ষে
সিস্টার বার্ণাডেট আরএনডিএম

বর্ষ ৮১ ◆ সংখ্যা-৩৭
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 37
বর্ষ ৮১ ◆ সংখ্যা-৩৭
Regd. No. DA-33
◆ 10 - 16 October, 2021, ২৫ আশ্বিন-১কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিদায়ের সাতটি বছর

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে।"

(যোহন ১১:২৫)

লাবণ্য মিউরেল গমেজ (পাখি)
জন্ম : ২২ মে, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
যোসেফ খাঁর বাড়ি, ছোটগোল্লা, গোল্লা ধর্মপল্লী, ঢাকা।

দেখতে দেখতে সাতটি বছর পেরিয়ে গেল। গত ১২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এক মর্মান্তিক বাস এক্সিডেন্টে আমাদের প্রাণপ্রিয় লাবণ্য মিউরেল গমেজ (পাখি), পৃথিবীর মোহ-মায়া ত্যাগ করে পাড়ি জমিয়েছে স্বর্গরাজ্যে, প্রভুর সান্নিধ্যে।

তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে চিরদিনই আমাদের অন্তরে। মনে হয় এইতো তুমি আছো আমাদের সবার হৃদয়-মন্দিরে। তোমাকে ভুলতে চাইলেও কি ভোলা যায়? আমরা সবাই তোমার শূন্যতা, তোমার স্মৃতি মনে-প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। তুমি যে রেখে গেছ সুন্দর করে সাজিয়ে তোমার খেলার সব পুতুল ও আসবাবপত্র। তোমার সেই স্নেহ-মাখা কথা, হাসি সব স্মৃতিই আমাদের সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয়।

আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গের দূত। পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান কর, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি। সকলের প্রার্থনা কামনা করছি –

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,
বাবা : স্বপন গমেজ খাঁ
মাতা : সুমিতা গমেজ খাঁ
দিদি : মেরি ট্রিজা গমেজ (অমৃতা)
ঠাকুর মা-ঠাকুর দাদা, নানা-নানী, কাকা-কাকীমা, মামা-মামী, মাসী-মেসো।

"ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে, ডাকিস নে রে আর। কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ করে দে সবার।"

৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী

১৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সিলভেষ্টার ডি' রোজারিও (মাষ্টার)
(জন্ম: ৮-১০-১৯১৮ খ্রি:, মৃত্যু: ৬-১০-১৯৯১ খ্রি:)
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান: তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ (১৯৬৪)
প্রাক্তন চেয়ারম্যান: তুমিলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (১৯৫৭-১৯৫৯)
ক্যাপ্টেন: তুমিলিয়া ইউনিয়ন বঙ্গীয় গৃহরক্ষী দল (১৯৪২-১৯৪৫)
প্রাক্তন শিক্ষক: তুমিলিয়া জুনিয়র হাই স্কুল (১৯৪২-১৯৫১)

প্রয়াত মার্থা পালমা
(জন্ম: ১৩-১২-১৯২৬ খ্রি:, মৃত্যু: ২৩-৮-২০০৬ খ্রি:)
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।
প্রাক্তন শিক্ষক: তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫২-১৯৫৬)
প্রাক্তন শিক্ষক: নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫৭-১৯৬৮)
প্রাক্তন শিক্ষক ও সহ-প্রধান শিক্ষক: তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৯-১৯৮৩)

সময়ের আবর্তে আবারও ফিরে এলো আমাদের বাবা ও মা-এর চিরবিদায়ের সেই বেদনাবিধুর দিন। ৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ আমাদের বাবা'র ৩০তম মৃত্যু বার্ষিকী। আর ২৩ আগষ্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ আমাদের মা'র ১৫তম মৃত্যু বার্ষিকী। আজ আমরা তাঁদের ত্যাগস্বীকার, ভালোবাসা, শিক্ষা ও আদর্শের কথা গভীরভাবে স্মরণ করি। সমাজ ও মণ্ডলীতে তাঁদের দয়া ও নিরলস সেবাকর্মের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করি। আজ আমরা আমাদের হৃদয়ের অফুরন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনসহ তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করি। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট তাঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনায় সবার নিকট প্রার্থনা যাচ্না করি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ-

ছেলে ও ছেলে বৌ: প্রয়াত রবিন রোজারিও - প্রণতি গ্লোরিয়া রোজারিও, রঞ্জন এডোয়ার্ড রোজারিও - শিখা ইভেথ রোজারিও, ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও, মিল্টন মাইকেল রোজারিও - সঞ্চিতা কার্মেল রোজারিও

মেয়ে ও জামাতা: ছবি ভেরোনিকা রোজারিও - প্রয়াত পেট্রিক গমেজ, রুবি মার্গ্রেট রোজারিও - সেন্টু ফুলজেন্স রোজারিও

নাতি ও নাতনী, নাতি-বৌ, নাতিন-জামাই ও আত্মীয় স্বজন।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org